এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

সরকারের পাঁচ বছরের সাফল্য

২০০৯-২০১৩

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারের বিগত পাঁচ বছরের সাফল্য
২০০৯-২০১৩

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকাশকালঃ
১৮ আগস্ট ২০১৪

প্রকাশনায়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ওয়েব সাইট ও পোর্টাল
www.rdcd.gov.bd

প্রচ্ছদ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

মুদ্রণ
বি. জি. প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা

সম্পাদনা পর্ষদ

১.	জনাব এম, এ, মান্নান হাওলাদার যুগ্ম-সচিব (আইন ও প্রতিষ্ঠান), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	আহবায়ক
২.	জনাব মোঃ আমজাদ আলী যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
৩.	জনাব সৈয়দ আবদুল মমিন যুগ্ম-সচিব (প্রতিষ্ঠান-১), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
৪.	জনাব আশরাফুল মোসাদ্দেক উপ-সচিব (প্রশাসন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর উপ-প্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
৬.	জনাব আব্দুল মজিদ উপ-সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য
৭.	জনাব মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী প্রোগ্রামার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	-	সদস্য সচিব

সম্পাদকীয়

বর্তমান সরকারের বিগত পাঁচ বছরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে অর্জনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ প্রকাশ করলো 'সরকারের বিগত পাঁচ বছরের সাফল্য' শীর্ষক প্রতিবেদন। প্রতিবেদনটি প্রকাশের লক্ষ্যে, সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয়কে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

যাঁদের মেধা, শ্রম ও মননের স্বাক্ষর নিয়ে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হল এবং যাঁরা তথ্য দিয়ে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছেন তাঁদেরকে সম্পাদনা পর্ষদের পক্ষ থেকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড), একটি বাড়ি একটি খামার, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ), ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাফল্যসমূহ এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে বিবৃত হয়েছে যা পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সুধীজনের নিকট বিশেষ সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

মুদ্রণজনিত যে কোন ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য সম্পাদনা পর্ষদ এর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এম, এ, মান্নান হাওলাদার

সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এম.পি
মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের **'সরকারে বিগত পাঁচ বছরের সাফল্য'** শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশ পল্লী এলাকা অধ্যুষিত একটি দেশ। এ দেশের অধিকাংশ লোকই এখনও গ্রামে বাস করে এবং তাদের উন্নতির উপরই দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য নিরসন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল দারিদ্র্য শতকরা ৪৫% থেকে কমিয়ে ১৫% এ নিয়ে আসা। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক চিহ্নিত ১০টি কৌশলগত লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ বিভাগ তার আওতাধীন সংস্থা, বিভাগ এবং সর্বোপরি 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের' মত যুগান্তকারী পদক্ষেপের মাধ্যমে দারিদ্র্য কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

সবাই স্বপ্ন দেখাতে পারেন না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিশন-২০২১ এর মাধ্যমে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল দেখিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন এবং তা বাস্তবায়নের কৌশল অনুসরণ করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়ন করছে। তাঁর দেখানো স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে আমরা অবশ্যই এ দেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য এবং মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে শীঘ্রই প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো।

গত পাঁচ বৎসরের সরকারের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কের প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা/বোর্ড/প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবো। একইসাথে দারিদ্র্য নিরসনে এ বিভাগ ও তার আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা/বোর্ড/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে সকলকে সম্পৃক্ত করতেও এ ধরনের একটি প্রতিবেদন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রতিবেদনে উল্লিখিত কর্মকান্ডের সাথে যাঁরা জড়িত থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রূপকল্প-২০২১ বিনির্মাণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাঁদের সামগ্রিক প্রয়াসকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম এম.পি)

মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সমিতিভুক্ত এবং পরস্পরকে একে অন্যের সুখ-দুঃখের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তাদের সকলের জীবনমান উন্নয়নে এ বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তরসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের **'সরকারে বিগত পাঁচ বছরের সাফল্য'** সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দেখানো স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনে এ বিভাগের কার্যক্রম সত্যিই প্রশংসনীয়। বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রকল্প একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন এবং এ বাস্তবায়নের ধারা অব্যাহত রেখে আমরা অবশ্যই দ্রুত আমাদের দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত হিসেবে গড়ে তুলবো। এ বিভাগের মাধ্যমে আমাদের বিপুল জনগোষ্ঠীর বেকারত্ব লাঘব এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করতে সক্ষম হবো।

এ বিভাগের অধীনে কর্মরত যাঁরা এ দুরূহ দায়িত্ব পালন করছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে যাঁরা আমাদের দেশকে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার অংশীদার তাঁদের পরিশ্রমের প্রতি সম্মান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(মোঃ মসিউর রহমান রাঙ্গা, এমপি)

এম এ কাদের সরকার
সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি এবং এ বিভাগের আওতাধীন গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে সংঘবদ্ধ করে তাদের দারিদ্র্যমুক্তির জন্য এ বিভাগ নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প সাফল্যজনকভাবে তাদের গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে ইতোমধ্যেই মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং উপকারভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপযোগী করার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে সর্বাত্মক কার্যক্রম করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের সকল জনগোষ্ঠীর নিকট দুধ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্য নিয়ে মিল্ক ভিটা ইউনিয়নকে শক্তিশালী করা হয়েছে। গো-খাদ্যের সিংহভাগ বিদেশ থেকে আমদানী না করে এ দেশ থেকে মিটানোর লক্ষ্য নিয়ে গো-চারণ ভূমি নীতি জারি করা হয়েছে। এর দ্বারা একদিকে যেমন গো-খাদ্য আর আমদানী করার প্রয়োজন হবে না তেমনি অন্যদিকে দুধের মত একটি আদর্শ খাদ্য দেশের সকল জনগণের নিকট পৌঁছানো সম্ভব হবে।

এ ছাড়া এ বিভাগ হতে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন, সমবায় বাজার, সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম, চর জীবিকায়ন কর্মসূচি, কারুপল্লীর মাধ্যমে পণ্য বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিভিন্ন মহলে যেমন প্রশংসিত হয়েছে তেমনি এ সকল কর্মসূচির সাফল্যজনক বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীর ভাগ্য উন্নয়নে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এ বিভাগের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং এ বিভাগ এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন দপ্তর/বোর্ড /সংস্থা/ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা এবং কর্মচারিদের জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল। **'সরকারে বিগত পাঁচ বছরের সাফল্য'** প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারিদের প্রতি শুভেচ্ছা রইল।

(এম এ কাদের সরকার)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন	১-২
	১.১ একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	৩
	১.২ ইকনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প	৪
	১.৩ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়)	৫-৭
	১.৪ চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি-২য় পর্যায়)	৮-৯
২.	সমবায় অধিদপ্তর	১০-১৮
	২.১ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিঃ (মিল্ক ভিটা)	১৯-২১
	২.২ বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ	২২-৩০
৩.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৩১-৪০
৪.	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)	৪১-৪৭
৫.	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া	৪৮-৫৪
৬.	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ	৫৫-৫৭
৭.	পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)	৫৮-৬৬
৮.	ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন	৬৭-৬৮

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের বিগত পাঁচ বছরের (২০০৯—২০১৩) উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ পল্লী অঞ্চলে বসবাস করে। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ পল্লী অঞ্চলে বিদ্যমান দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার ঘোষিত ভবিষ্যত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচনকে টার্গেট করে ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে এ বিভাগে ১৯টি চলমান প্রকল্প রয়েছে ও ২৯টি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নের অংশ হিসেবে 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প', 'চরজীবিকায়ন কর্মসূচি' 'ইকনমিক এমপাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট (ইইপি)', 'অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প,' 'মিল্কভিটার কার্যক্রম সম্প্রসারণ,' এর মাধ্যমে দেশের পল্লী অঞ্চলের প্রায় ১ কোটি দরিদ্র মানুষ তাদের অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারবে, যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সুফল বয়ে আনবে। 'একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পে' দরিদ্র মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য সমপরিমাণ উৎসাহ সঞ্চয়ের অর্থ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের ১০,৩৮,০০০ উপকারভোগী এ মাইক্রোসেভিংস সহায়তা পাচ্ছেন যা কৃষি উৎপাদন, দারিদ্র্য বিমোচনে দৃশ্যমান অবদান রাখছে। দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায় 'গোচারণ ভূমি নীতি প্রণয়ন', 'পশু খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ', এবং বিপণন ব্যবস্থায় ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য 'সমবায় বাজার' ও সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম' স্থাপন করা হয়েছে। পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন দারিদ্র্য বিমোচনে দৃশ্যমান অবদান রাখছে বিধায় বর্তমান সরকার উক্ত ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম আরো ১০০ টি উপজেলায় সম্প্রসারণের প্রয়োজনে চলতি অর্থবছরে ২৭১ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য উপ-আইনসমূহ সংশোধন করে মডেল উপ-আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বন সংরক্ষণ, হাওড় সংরক্ষণ, কমিউনিটি বায়োগ্যাস, সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ 'কমন রিসোর্স' এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন ও কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। পল্লী উন্নয়ন পদক চালু করা হয়েছে। সমবায় গোচারণ ভূমি নীতি-২০১১ প্রণয়ন, টেকেরহাট দুগ্ধ কারখানা বিএমআরইকরণ, গো-খাদ্য উৎপাদন কারখানা স্থাপন, মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন, চট্টগ্রামের পটিয়ায় পূর্ণাঙ্গ দুগ্ধ কারখানা স্থাপন এবং বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ কারখানায় আরও একটি Instant Powder Plant (IPP) স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের বৃহত্তম সরকারি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) সঞ্চয়ে আগ্রহী করে মোট ৫৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৮৩৪ জন উপকারভোগী সদস্যের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৩২ কোটি টাকা শেয়ার ও ৪২২ কোটি টাকা সঞ্চয় হিসেবে পুঁজি গঠন করেছে। উপকারভোগী এসব সদস্যদের মাঝে এ পর্যন্ত ৯ হাজার ৪০৪ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে; আদায়যোগ্যের বিপরীতে আদায় হয়েছে ৮ হাজার ৩১৭ কোটি টাকা। আদায়ের হার ৯৬ শতাংশ। ক্ষুদ্রঋণের সীমা বৃদ্ধি করে ১৫ হাজার টাকা থেকে ২৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) সেপ্টেম্বর ২০১২ পর্যন্ত প্রায় ১৩ হাজার সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়ন কর্মী ও জনপ্রতিনিধি এবং আফগানিস্তানের Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) এর কর্মকর্তাদের জন্যও একটি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে। ১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া গত বছর ২৮৯ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে মোট ৪১ হাজার ৭৫৪ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে দেশে সর্বপ্রথম পল্লী উন্নয়নের ওপর ''পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা (PGDRD)'' কোর্সের প্রবর্তন করেছে। একাডেমির কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এ একাডেমি সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র, বীজ ও বায়োটেকনোলজি কেন্দ্র, গবাদিপশু উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, পল্লী পাঠশালা কেন্দ্র, নবায়নযোগ্য শক্তি উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমির সফল কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১০-১১ এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে এ প্রতিষ্ঠানকে ''বঙ্গবন্ধু কৃষি পদক'' প্রদান করা হয়েছে। 'দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে গোপালগঞ্জ জেলায় 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি-বাপার্ড' প্রতিষ্ঠাকরণ এ বিভাগের কার্যক্রমের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় অন্যতম এক 'মাইল ফলক' হিসেবে বিবেচিত হবে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের ফটোচিত্র

জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণী ও ডিজিটাল ব্যাংকিং উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৪২ তম জাতীয় সমবায় দিবসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এম.পি

৪২ তম জাতীয় সমবায় দিবসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার

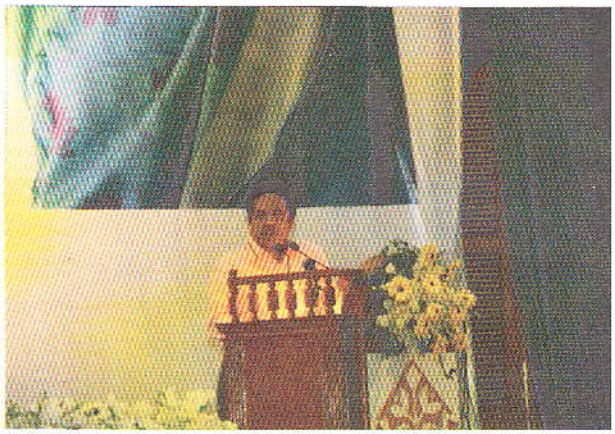

জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কার বিতরণী ও ডিজিটাল ব্যাংকিং উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প

পল্লী গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে স্থানীয় সম্পদ, ও মানবশক্তি/সত্তার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

দেশের সকল উপজেলার সকল ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে ১টি করে মোট ৪০,৫২৭টি গ্রামে এ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের বর্তমান উপকারভোগীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৬২০ জন অর্থাৎ প্রায় ১ কোটি ২২ লক্ষ দরিদ্র জনগণ এ প্রকল্পের আওতায় সেবা পাচ্ছে। তাদের সমন্বিত তহবিল এখন ১৫২৭ কোটি টাকা যার মধ্যে তাদের নিজস্ব সঞ্চয় ৫৫০ কোটি টাকা, সরকার প্রদত্ত বোনাস ৩৫৫ কোটি টাকা এবং অতিরিক্ত প্রতিটি গ্রাম সংগঠনকে প্রদত্ত ঘূর্ণায়মান তহবিলের পরিমাণ ৬২২ কোটি টাকা। গঠিত তহবিল আয়বর্ধক কৃষিকাজে ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিসহ পরিবারের আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধিই এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে ১,১৪,০০০ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৮ লক্ষ ১৫ হাজারটি আয়বর্ধক পারিবারিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি খামার গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে বিনিয়োগ হয়েছে ৯৫০ কোটি টাকা। বিনিয়োগকৃত এ অর্থ প্রকল্পভুক্ত পরিবারের গড়ে বাৎসরিক ১০,৯২১ টাকা আয় বৃদ্ধি করেছে। প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্যের হারও কমে এসেছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

এ প্রকল্পের আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে অনলাইন ব্যাংকিং প্রবর্তন করা হয়েছে। দরিদ্র জনসাধারণ কর্তৃক মাসে ২০০ টাকা সঞ্চয় প্রদান, সরকার কর্তৃক তাদের মাসে ২০০ টাকা উৎসাহ বোনাস প্রদানসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক অনলাইন ঋণ মঞ্জুর শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের সকল জেলায় অনলাইন ব্যাংকিং শুরু করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৭৫০ কোটি টাকা অনলাইনে লেনদেন হয়েছে। অ্যাকাউন্ট হয়েছে ১০ লক্ষ ২০ হাজার। অনলাইন লেনদেনের মোট সংখ্যা ৭৩,০১,১০৫ টি এবং ঋণ মঞ্জুর-এর সংখ্যা ৪, ৬৮, ৪৮২ টি। দেশের ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অনলাইন ব্যাংকিং-এ সম্পৃক্ত করে তাদের পুঁজিগঠন ও জীবিকায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার জন্য অতি সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ফেয়ারে সাউথ এশিয়া ও এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৩৬টি দেশের ১৬৭টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প মন্থন অ্যাওয়ার্ড-২০১৩ (Manthan Award-2013) অর্জন করেছে।

একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের দেশব্যাপী ডিজিটাল ব্যাংকিং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

দেশের সকল গ্রামে এ কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে একদিকে যেমন সরকার তথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জনগণের আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে , অন্যদিকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী মাইক্রোক্রেডিট নামক ঋণের অত্যাচার থেকে চিরতরে মুক্তি পাচ্ছে। নিম্ন আয়ের পরিবার সংখ্যা কমে গেছে ও উচ্চ পরিসর আয়ক্ষম পরিবার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় পরিবার প্রতি বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাড়তি আয় দেশের জিডিপি'তে বড় ধরণের অবদান রাখছে যা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিবর্তনে এক অনন্য ভূমিকা পালন করছে।

ইকনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্প

ইকনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) শীর্ষক প্রকল্পটি ৮৮৭১৯.২৪ লক্ষ টাকা (প্রকল্প সাহায্যঃ ৮৮৪০০.০০ লক্ষ টাকা এবং জিওবিঃ ৩১৯.২৪ লক্ষ টাকা) ব্যয়ে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রকল্প এলাকার ১০ লক্ষ জনগোষ্ঠির অতিদারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান, কৃষি ও অ-কৃষি খাতে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের (MDG) লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা। অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ দেশের চর, হাওর, বাওর, জলাবদ্ধ এলাকা, সমুদ্র উপকূলবর্তী ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকা এবং শুষ্ক মৌসুমে কাজের সংস্থান হয় না এমন অতি দারিদ্র্য পীড়িত অঞ্চল, পিছিয়ে থাকা পার্বত্য এলাকার দরিদ্র জনগণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় মোট ৮৮৭.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে "ইকনোমিক এমপাওয়ারমেন্ট অফ দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০০৮-২০১৫ মেয়াদের এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ৩৩ টি পার্টনার এনজিও ৩০ টি জেলায় ১২০ টি উপজেলায় ৯ টি স্কেল ফান্ড ও ২৭ টি ইনোভেশন ফান্ড (মোট ৩৬ টি) প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির সাথে কাজ করছে। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ২,৪৮,৪৪৩ জন (যার ১,৪৯,০৬৬ জন মহিলা ও ৯৯৩৭৭ জন পুরুষ) সুবিধাভোগী পরিবার নির্বাচন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৬৬ টি সমিতিকে সমবায় সমিতির অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৪৮টি সমিতির নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া এডভোকেসী ও রিসার্চ কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারক, আইন প্রণেতা, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা ও সুশীল সমাজকে অতিদরিদ্র-বান্ধব কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

একনজরে ইইপি প্রকল্পের কার্যক্রম/পরিকল্পনা/অগ্রগতি

অর্থ বছর	কার্যক্রম
২০০৯-১০	ইকনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্পের আওতায় ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৮৯৭৫.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬ টি স্কেল ফান্ড ও ১২ টি ইনোভেশন ফান্ড এনজিও বাছাই করে তাদের মাধ্যমে ৬৮,০০০ পরিবার বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই সময়ে ৬৮,০০০ পরিবারের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
২০১০-১১	ইকনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) প্রকল্পের আওতায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরে ১২৪০১.২৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৬৮,০০০ সুবিধাভোগী পরিবার এর কাছে সম্পদ হস্তান্তর ও জীবনমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় নারী প্রধান পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যের উন্নতি, আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, দলগঠন এর মাধ্যমে সমন্বিত পুঁজি ব্যবস্থাপনা, বাজার সংযোগ স্থাপন ও সমবায় গঠনে সহায়তা করা হয়েছে।
২০১১-১২	প্রথম পর্যায়ে নির্বাচিত স্কেল ফান্ড রাউন্ড-১ এর সুবিধা ভোগকারীদের সম্পদ রক্ষণ ও টেকসই আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে। স্কেল ফান্ড রাউন্ড-২ এর আওতায় ছয়টি এনজিও নির্বাচন করে ৯৭,০০০ সুবিধাভোগী পরিবার বাছাই ও আয়বৃদ্ধিকারী সম্পদ প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
২০১২-১৩	বর্তমানে প্রকল্পটির ৩০টি জেলায় ১১৯টি উপজেলায় ২,৩০,০০০ জন সুবিধাভোগীদের জন্য কার্যক্রম চলছে। অতি দরিদ্র পরিবারকে তাদের প্রয়োজন ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকার সম্পদ হস্তান্তর এবং বরাদ্দ প্রাপ্ত ভূমিহীনদেরকে খাসজমি প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সকল এনজিওকে দলগঠন করে সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধনের জন্য ৪১টি সমিতির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এবং ১০টি সমিতির রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে, প্রকল্প মেয়াদে ১০ লক্ষ সুবিধাভোগী প্রকল্পের বিদ্যমান সহায়তা কাজে লাগিয়ে তাদের আয়বৃদ্ধির মাধ্যমে সঞ্চয় করে মৌলিক চাহিদা পূরণসহ টেকসই উন্নয়ন করতে সক্ষমতা অর্জন করবে।
সর্বশেষ অগ্রগতি	ইকনোমিক এম্পাওয়ারমেন্ট অব দি পুওরেস্ট ইন বাংলাদেশ (ইইপি) শীর্ষক প্রকল্পটির ৩০টি জেলায় ১১৯টি উপজেলায় সর্বমোট ২,৩০,০০০ জন সুবিধাভোগীদের জন্য কার্যক্রম চলছে। অতি দরিদ্র পরিবারকে তাদের প্রয়োজন ও দক্ষতা অনুযায়ী পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকার সম্পদ হস্তান্তর এবং বরাদ্দ প্রাপ্ত ভূমিহীনদেরকে খাসজমি প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সকল এনজিওকে দলগঠন করে সমবায় সমিতি হিসেবে নিবন্ধনের জন্য ৪১টি সমিতির রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এবং ১০টি সমিতির রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৫৪১২.১৯ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২১.৮৫ এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ৩৫২৯০.৩৪)। চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ১১০৪৫.০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৩১ মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৫০২৭.২৬ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ১৩৬%। এছাড়া গবেষণা কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে অতি দরিদ্র পরিবারের উন্নতি পর্যবেক্ষণ ও এডভোকেসী কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে সরকারী-বেসরকারী সুশীল সমাজ ও জনপ্রতিনিধিদেরকে অতি দারিদ্র্য নিরোধ কার্যক্রমে সহায়তা ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামভিত্তিক একক সমবায় সংগঠনের আওতায় গ্রামের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে সকল পেশা ও শ্রেণীর জনগোষ্ঠিকে সংগঠিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক তথা সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা। এ প্রকল্পের সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ, উন্মুক্ত সদস্যপদ, প্রশিক্ষিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মী, পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগ কার্যক্রম, অর্থনৈতিক ও আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম, সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম, স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও মাসিক যৌথসভা। এ লক্ষ্যে দেশের ৬৪ টি জেলার ৬৬ উপজেলায় ৪ হাজার ২৭৫টি গ্রামের সকল শ্রেণী ও পেশায় নিয়োজিত নারী-পুরুষকে একটি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতির আওতায় এনে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ''সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি'' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৯৫৯৬.৩৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৪। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত (মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত) ৪২৭৫ টি সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৩২১৮২ জনে উন্নীত হয়েছে । পুঁজি গঠিত হয়েছে ৯৩ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা, প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ২০১২৪৮ জন, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ১১৩৯৬০ জনের এবং সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে সমবায়ীদেরকে প্রায় ১৫৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে।

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের অর্জন

ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	বিগত পাঁচ বছরের অর্জন (জুলাই ২০০৯- মার্চ ২০১৪)		সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	
১.	সমিতি গঠন	৪২৭৫ টি	* সমবায়ের মাধ্যমে একই প্লাটফর্ম এ গ্রামের সকল শ্রেণী-পেশার লোকজন সংগঠিত হচ্ছে। * জনগণের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। * গ্রামের সার্বিক উন্নয়নে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে।	১০০%
২.	সমিতি নিবন্ধন	৪২৩৭ টি	* সমিতির সার্বিক কর্মকান্ড আইনগত কাঠামোর আওতায় এসেছে। * ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ সকলের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। * গ্রামে সুশাসন নিশ্চিত হচ্ছে। * স্থানীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হচ্ছে।	৯৯%
৩.	সমিতিতে পরিবার অন্তর্ভুক্তি (সংখ্যা)	৩৬৫৬৬৭ জন	* গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সকলের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত হচ্ছে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব হচ্ছে। * নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে। * জেন্ডার বৈষম্য লোপ পাচ্ছে। * সহমর্মিতাসহ সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হচ্ছে।	৯০ %
৪.	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	৫৩২১৮২ জন	* শিশুরাও (ক্ষুদে সদস্য) সঞ্চয়ী ও বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। * নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হচ্ছে। * জেন্ডার বৈষম্য লোপ পাচ্ছে। * সহমর্মিতাসহ সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি পাচ্ছে। * বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা হ্রাস পাচ্ছে। * দুর্নীতিসহ নানা অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে।	৮০.৩০ %
৫.	সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে ঋণ/বিনিয়োগ (লক্ষ টাকায়)	১৫৫৬৯.৮৬ লক্ষ টাকা	* আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। * দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে। * বিভিন্ন লাভজনক অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। * বৃক্ষরোপণসহ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাচ্ছে। * মৎস্য চাষ, পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য আসছে। * সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। * মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল অর্জনে সহায়ক হচ্ছে। * ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সহায়ক হচ্ছে।	৮০.৮৪ %

ক্রঃ নং	কর্মকান্ডের বিষয়	বিগত পাঁচ বছরের অর্জন (জুলাই ২০০৯- মার্চ ২০১৪)		সাফল্যের হার
		পরিমাণগত	গুণগত	
৬.	প্রশিক্ষণ	২০১২৪৮ জন	* দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে। * দক্ষ নেতৃত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। * আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। * দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে। * মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল অর্জনে সহায়ক হচ্ছে। * ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সহায়ক হচ্ছে।	৮৯.৮১ %
৭.	ঋণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান (জন)	১১৩৯৬০ জন	* দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে। * আত্ম-মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। * স্ব-উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে। * মিলেনিয়াম ডেভলপমেন্ট গোল অর্জনে সহায়ক হচ্ছে। * ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সহায়ক হচ্ছে।	১৪৪.২১ %

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) প্রকল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্র

প্রশিক্ষণই সিভিডিপি প্রকল্পের মূল উপাদান। সিভিডিপি প্রকল্প প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নসহ বিপুল জনগণের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সিলেটে সিভিডিপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দিচ্ছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব এম,এ, কাদের সরকার সিভিডিপি প্রকল্পের গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি, শ্রেষ্ঠ গ্রামকর্মী ও শ্রেষ্ঠ সমবায়ীকে পুরস্কার দিচ্ছেন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব এ এইচ এম আবদুল্লাহ সিভিডিপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দিচ্ছেন

সিভিডিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আল নূরী ফয়জুর রেজা নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলায় সিভিডিপি প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সেলাই মেশিন তুলে দিচ্ছেন

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি ২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের রাঙ্গামাটি জেলার কাউখালী উপজেলার পোয়া পাড়া আদর্শ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর সদস্য মোঃ রফিকুল ইসলাম সিভিডিপি প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ ও সমিতির নিজস্ব পুঁজি হতে ঋণ নিয়ে বাউকুল চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছে

সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি-২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের গাইবান্দা জেলার সাদুল্লাপুর উপজেলার চাঁদ করিম সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর উদ্যোগে উক্ত গ্রামে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি)- ২য় পর্যায়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায় প্রকল্পটি যমুনা, তিস্তা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র বিধৌত কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, পাবনা ও টাঙ্গাইল জেলার ৩৩ টি উপজেলার ১২৩ টি চর ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি পুরোপুরি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট কর্মসূচি। ব্রিটিশ সরকার UK aid এবং অস্ট্রেলিয়ান সরকার Aus-aid এর মাধ্যমে ৮১.৭২ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং বা ৮৩৭৫৫.৪২ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে দিয়েছে যা কর্মসূচির মোট ব্যয়ের শতকরা ৯৮ ভাগ। অবশিষ্ট শতকরা ২ ভাগ অর্থ জিওবি প্রদান করে যা শুধুমাত্র জিওবি প্রশাসনিক ব্যয়। আটটি জেলার প্রত্যন্ত চরাঞ্চলে বসবাসরত জনগণের আর্থ-সামাজিক এবং জীবনযাপনের মান উন্নয়ন করাই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। জুলাই, ২০১১ থেকে ডিসেম্বর, ২০১৬ মেয়াদে ''চর জীবিকায়ন কর্মসূচি (সিএলপি) -২য় পর্যায় '' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটি ৬৭,০০০ হতদরিদ্র পরিবারকে উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

চর জীবিকায়ন কর্মসূচি-২য় পর্যায় প্রকল্পটির আওতায় চর এলাকায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সাফল্যের বিবরণ নিম্নরূপঃ ডিসেম্বর,২০১৩ পর্যন্ত প্রকল্প কর্তৃক ৫৪,৪৪৭ টি পরিবারকে সম্পদ হিসেবে গবাদিপশু বিতরণের মাধ্যমে জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২১,৫৩২ সেটেলাইট ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে ১২,১০,০১২ জন চরবাসীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ৪৭,০৭৬ টি বসতভিটা উচুঁকরণের মাধ্যমে উক্ত পরিবারগুলোকে নিরাপদ আশ্রয় প্রদান, নিরাপদ পানির জন্য ২৫২০ টি টিউবওয়েল এবং পয়ঃনিস্কাশন এর জন্য ৭৩,৮০০ টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা হয়েছে। মঙ্গা মৌসুমে খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের জন্য ১৪,৩৯,৫৪৮ জন/দিবস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া ২,৭৬,৯৮৩ জন/দিবস হাঁস মুরগী পালন প্রশিক্ষণ, ৫১,৮৫৮ জন/দিবস কম্পোস্ট সার উৎপাদনের প্রশিক্ষণ এবং ৪০,৯৩৬ জন/দিবস উন্নতমানের ঘাসচাষের জন্য, ১,৪৬,৩৪৮ জন/দিবস আঙিনা বাগান তৈরির প্রশিক্ষণ এবং ৪৯,৭২৬ জনকে গবাদিপশুপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কর্মদক্ষতা বৃদ্ধিকরণের জন্য প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত ১২৩টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সচিব ও সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৮,৩৫৯ জনকে জরুরি ত্রাণ অনুদান দেওয়া হয়েছে। চরের সুবিধাভোগীদের মাঝে ৪৫,৮১৮ টি গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। ২৭৪২ টি গ্রামীন সঞ্চয় ও ঋণদল গঠনের মাধ্যমে ৮৭,৮৮২ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে সুবিধাভোগীদের সমবায়ী মনোভাবাপন্ন করা হচ্ছে। চরের সুবিধাভোগীদের নিরাপদপানির ব্যবস্থা করণের জন্য ১৬,০৮৭ টি টিউবওয়েলের আর্সেনিক পরীক্ষা করা হয়েছে।

'সিএলপি'র কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট ছবির একাংশ

প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী পরিবারের জন্য তৈরিকৃত বসতভিটা উঁচুকরণের মডেল

সিএলপির কার্যক্রম পরিদর্শনে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), টিম লিডার, সিএলপি এবং প্রকল্প পরিচালক জনাব এম এ মতিন

প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী পরিবারের জন্য তৈরীকৃত বসতভিটায় সবজি উৎপাদনের মডেল

বিতরণকৃত প্রাণী সম্পদের চিকিৎসার মডেল

গবাদি পশুপালনের ক্ষেত্রে খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য ১ম পর্যায়ে ৫৪,০৮০ জনকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত চরের সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের নিয়ে গঠিত ৭০টি সমবায় সমিতিকে কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত সমবায় সমিতির অনুকূলে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকার শেয়ার ও সঞ্চয় উত্তোলিত হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রযাত্রা শতভাগ বাস্তবায়নের জন্য উপরোক্ত কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তর

১. গারো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার উন্নয়ন প্রকল্প

উদ্দেশ্য :

১। সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে গারো সম্প্রদায়কে সচেতন করে তোলা।

২। কর্মসংস্থানসহ বিবিধ অর্থনৈতিক সুযোগগ্রহণের লক্ষ্যে গারো সম্প্রদায়কে আত্মবিশ্বাসী ও সক্ষম করে তোলা।

৩। গারো সম্প্রদায়ের নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সাথে সংগতিপূর্ণ পেশা যেমনঃ কৃষি, পশুপালন এবং হস্তশিল্প ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং স্থানীয় পর্যায়ে মাছ, মাংস (গরু, ছাগল, শুকর) ও শাক-সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি।

৪। গারো সম্প্রদায়ের সামর্থ্য ও সম্ভাবনার উৎপাদনমূখী ব্যবহার নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৫। গারো সম্প্রদায়ের নাজুকতা (Vulnerability) হ্রাসকরণ।

কার্যক্রম :

বৃহত্তর ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল, শেরপুর, নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ জেলার ৬ টি গারো অধ্যুষিত উপজেলা মধুপুর, ঝিনাইগাতি, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা, হালুয়াঘাট ও ধুবাউড়া উপজেলায় আলোচ্য প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখিত ৬টি উপজেলায় মোট ২৪০০ পরিবার (যাদের বাৎসারিক আয় ২৫,০০০ টাকার মধ্যে) নির্ধারণের উদ্দেশ্যে একটি সুবিধাভোগী নির্বাচনী জরিপ চালানো হয়। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অনুমোদনের ভিত্তিতে উপযুক্ত জনবল সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুনির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয় এবং এসকল তথ্যের ভিত্তিতে সুবিধাভোগীদের প্রশিক্ষণ ও সম্পদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত সুবিধাভোগীদের সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করে সামাজিক ও তাদের জন্য উপযুক্ত আর্থিক কর্মকান্ড বিষয়ে সমবায় বিভাগসহ অন্যান্য জাতিগঠনমূলক বিভাগ এর সহায়তায় আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত সদস্যগণকে উপযুক্ততা অনুযায়ী নির্ধারিত আয়বর্ধক কর্মকান্ড (যেমন গরু, ছাগল, শুকর পালন, মৎস্য ও সবজি চাষ এবং হস্তশিল্প) পরিচালনার জন্য পরিবার প্রতি ২০,০০০ টাকা মূল্যমানের সম্পদ হস্তান্তর করা হয়েছে। উল্লেখিত সম্পদ আবর্তক তহবিল হিসেবে বিনা সুদে প্রদান করা হয়, তবে সমিতির নিজস্ব তহবিল গঠনের নিমিত্ত ২% সার্ভিস চার্জ আদায় করা হয়। এছাড়া সম্পদের পরিবহন, আবাসন, চিকিৎসা, খাদ্য খরচ ও উপযুক্তক্ষেত্রে কার্যকরী মূলধন হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে ৪,৬০০/- টাকার নগদ সহায়তা দেয়া হয়েছে। অভাবের কারণে যাতে সম্পদের অযত্ন বা বিক্রয়ের ঘটনা না ঘটে সে উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখেই এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত কিস্তিতে হস্তান্তরিত সম্পদের মূল্যমান অনুযায়ী টাকা আদায় করে ব্যাংক হিসাবে জমা করত উপযুক্ততার ভিত্তিতে পুনরায় বিতরণ করা হয়।

প্রকল্পটির মেয়াদ জুন, ২০১২-এ সমাপ্তির পর সম্পদ সহায়তার অর্থ আবর্তক তহবিল হিসেবে সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ অব্যাহত রয়েছে।

সাফল্য :

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের অনগ্রসর গারো সম্প্রদায়ের ২৪০০ পরিবারকে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদের পেশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেডে প্রশিক্ষণ ও সম্পদ সহায়তা প্রদান করে স্বাবলম্বী করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য সরকারীভাবে ইতোপূর্বে এ ধরণের প্রকল্প কখনও গ্রহণ করা হয়নি।

সমবায় অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত "সমবায় সেক্টরে আইসিটি উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা" শীর্ষক সেমিনার

২. সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪)

উদ্দেশ্য :

১. গ্রামীণ দরিদ্র মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।

২. সার্বিকভাবে দেশে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিদ্যমান ঘাটতি যা বছরে প্রায় ৫০০ কোটি লিটার তা পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনা।

৩. বাজারে দুষ্প্রাপ্য পূর্ণ ননীযুক্ত দুধ গর্ভবতী মা ও অল্পবয়স্কদের জন্য সরবরাহকরণ।

৪. প্রাথমিক সংগ্রহকেন্দ্রে কম্পিউটার ভিত্তিক দুগ্ধ বিশ্লেষণযন্ত্র প্রবর্তণের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের ন্যায্যমূল্য প্রদান।

৫. দুগ্ধ সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণে অনৈতিক প্রথা রোধকরণ।

৬. সমিতি পর্যায়ে গুনগত গো-খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মানসম্পন্ন দুগ্ধ সরবরাহকরণ।

৭. গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন।

৮. বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়।

৯. দেশীয় গ্রামীণ অর্থনীতি সুদৃঢ়করণ।

১০. দুগ্ধ পরিবহন ব্যয় হ্রাসকরণ।

১১. বছরব্যাপী দুধের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীলকরণ।

১২. জৈব সার ও বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ।

কার্যক্রম :

১. আলোচ্য প্রকল্প প্রস্তাব অনুযায়ী ১২৫ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি করে মোট ১,৫০০ লোককে সম্পৃক্ত করে ১২ টি সমিতি গঠন করার বিধান রাখা হয়েছে। সমবায় অধিদপ্তরের ও মিল্ক ভিটার কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত জরিপ কমিটির মাধ্যমে এ সকল সুবিধাভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের পর সমিতির প্রত্যেক সদস্যকে ২টি করে উন্নতজাতের বকনা ক্রয়ের জন্য (৫০,০০০ × ২)= ১,০০,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

২. প্রত্যেক সমিতির জন্য একটি করে মাল্টিপারপাস শেড ভাড়া করা হয়েছে যা সমিতির অফিস, দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র, গো-খাদ্য কারখানা ও সংরক্ষণগার হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৩. প্রতি সমিতিতে ১টি করে কম্পিউটার ভিত্তিক মিল্ক এনালাইজার সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৪. আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম তরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মিল্ক প্রডিউসার কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা) এর সাথে যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে মিল্ক ভিটা প্রয়োজনীয় পশু চিকিৎসা সহায়তা এবং দুগ্ধ শীতলীকরণ কারখানা স্থাপন করবে। মিল্ক ভিটার মাধ্যমে উৎপাদিত দুগ্ধের বাজারজাতকরণ করা হবে। এ বিষয়ে সমবায় অধিদপ্তর ও মিল্ক ভিটার সাথে সম্পাদিত এম ও ইউ'তে উভয় পক্ষের দায়-দায়িত্ব উল্লেখ রয়েছে। উলেলখ্য যে বর্তমানে মিল্ক ভিটার প্রক্রিয়াকরণ কারখানা অনেকাংশে অব্যবহৃত থাকছে।

৫. অধিকন্তু আলোচ্য প্রকল্প ছকে প্রত্যেকটি সমবায় সমিতির জন্য একজন প্যারাভেট এবং একজন ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে যারা সমিতির সদস্যদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবে। প্রত্যেক সমিতি দৈনিক আনুমানিক ১৭৫০ লিটার করে দুগ্ধ উৎপাদন করবে যার মূল্য প্রায় ৬১,২৫০ টাকা। সে হিসেবে ১২টি সমিতি দৈনিক আনুমানিক ২১ হাজার লিটার দুগ্ধ উৎপাদন করবে যার মোট মূল্য দাড়াবে প্রায় ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। এ হিসাব অনুযায়ী প্রতি বৎসর ২৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার দুগ্ধ উৎপাদিত হবে।

৬. তাছাড়া প্রতি সমিতিকে ১টি করে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সরবরাহ করা হবে। জৈব সার তৈরি ও প্যাকেটজাতকরণের ব্যবস্থাও আলোচ্য প্রকল্পে রাখা হয়েছে।

৭. সমিতির সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলের মাধ্যমে জৈব সার তৈরি ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যার ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৮. ক্রয়কৃত বকনা দুধ দেয়া শুরুর পর হতে প্রতি দিন ১০০ টাকা হারে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হবে।

৯. কার্যক্রমের অধিকতর স্থায়িত্বের নিমিত্তে ২% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হবে।

১০. প্রকল্প সমাপ্তির পর সমবায় অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় তহবিলের অর্থ ব্যবহার করে দুগ্ধ খাতের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা হবে।

সাফল্য :

- প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত সুবিধাভোগীদেরকে সমবায় এবং উন্নত জাতের গাভি পালনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং প্রত্যেক সদস্যকে ২টি করে উন্নত জাতের বকনা ক্রয়ের জন্য (৫০,০০০× ২)= ১,০০,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান এবং খাদ্য ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেক সদস্যকে (১১,০০০×২)= ২২,০০০/- টাকা করে কার্যকরী মূলধন প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১২টি সমবায় সমিতিতে ১৫০০ জন সদস্যের মধ্যে মোট ১২৯৬ জন সদস্যকে ঋণ সহায়তা মূলধন প্রদান করা হয়েছে এবং ঋণ প্রাপ্ত সদস্যগণ কর্তৃক গাভি/বকনা ক্রয় করা হয়েছে।
- গাভি ক্রয়ের বিষয়ে অন্যান্য উৎসের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ মিলিটারী ফার্মসমূহ থেকেও বুক ভ্যালুতে বকনা ক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সদস্যদের আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- এ কার্যক্রমে মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রহণ প্রশংসনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে।
- প্রকল্পভুক্ত সদস্যগণের পালিত গাভির দৈনিক দুধ উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ১০-১৫ লিটার এবং সর্বোচ্চ ২৭ লিটার এর রেকর্ড রয়েছে।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রাপ্ত উন্নত বাছুর সদস্যদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ এবং এদের দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা আরো বেশী হবে মর্মে আশা করা যায়।
- প্রকল্পের ১ম পর্যায়ে ঋণ প্রাপ্ত সদস্যদের এখন গরু বাছুর সংখ্যা ৪-৬।
- দুধের বাজার সুবিধা সৃষ্টির জন্য ইতোমধ্যেই মিল্ক ভিটার একটি চিলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে।
- গাভিবাছুর মৃত্যুর হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অত্যন্ত কম।

সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্প এর কার্যক্রমের কিছু উল্লেখযোগ্য ছবি

প্রকল্পের উদ্বুদ্ধকরণ সভায় সম্ভাব্য কয়েকজন সুবিধাভোগী

প্রকল্পের আওতায় মধুপুরের একজন গারো সদস্যের মাঝে ঋণের চেক বিতরণ করছেন সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক জনাব মোঃ হুমায়ুন খালিদ

সমবায় ভিত্তিক দুগ্ধ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী। বর্তমানে তার ৩টি গরু এবং প্রতিদিন এগুলোর দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা ৪৫ লিটার

গর্ভবতী বকনার সাথে একজন সফল সুবিধাভোগী

প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপ্ত আত্মনির্ভরশীল উৎফুল্ল দম্পতি - প্রতিদিন উৎপাদন করছেন ৪৪ লিটার দুধ

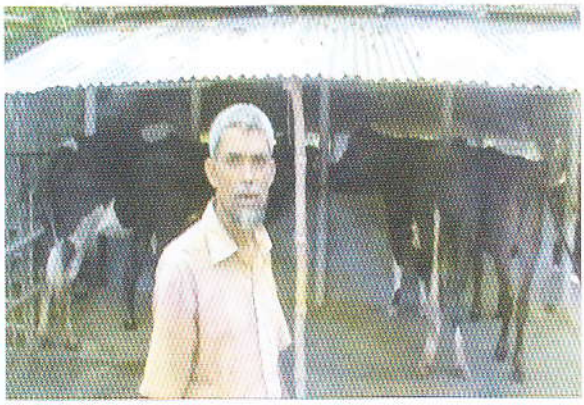

প্রকল্পের একজন সুবিধাভোগী গড়ে তুলেছেন ছোট একটি খামার। তার ৪টি বকনাই গর্ভবতী

৩. দুগ্ধ সমবায় সমিতির কার্যক্রম বিস্তৃতকরণের মাধ্যমে বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল এবং খুলনা জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬)

উদ্দেশ্য :

১) গ্রামীণ মহিলা ও বেকার যুবকদের জন্য লাভজনক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি।-

২) দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে দুগ্ধের বার্ষিক উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে বিরাজমান পার্থক্য কমিয়ে আনা।

৩) গাভি মহিষের জাত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা।

৪) বায়োগ্যাস উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ করা।

৫) গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা।

কার্যক্রম :

১. প্রকল্পের আওতায় বিশেষভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে ২,৭৫০ জন সুবিধাভোগীকে ২২টি সমবায় সমিতির সদস্যভুক্ত করে প্রত্যেক সুবিধাভোগীকে ২টি করে উন্নতজাতের বকনা/গাভি/মহিষ ক্রয়ের জন্য (৫০,০০০×২)= ১,০০,০০০/- টাকা করে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হবে এবং প্রথম বৎসরের গাভি লালন-পালন খরচ বাবদ প্রত্যেককে ১০,০০০/- টাকা করে কার্যকরী মূলধন প্রদান করা হবে।

২. এ প্রকল্পের মাধ্যমে বৎসরে প্রায় ৪৯ কোটি টাকার দুধ উৎপাদিত হবে।

৩. প্রকল্পের আওতায় ২২ জন ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগ করা হবে যারা সমিতির সদস্যদের/সুবিধাভোগীদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৪. প্রত্যেক সমিতির জন্য একটি করে মাল্টিপারপাস শেড ভাড়া করা হয়েছে যা সমিতির অফিস, দুগ্ধ সংগ্রহ কেন্দ্র, গো-খাদ্য কারখানা ও সংরক্ষণগার হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

৫. প্রতি সমিতিতে ১টি করে কম্পিউটার ভিত্তিক মিল্ক এনালাইজার সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৬. তাছাড়া প্রতি সমিতিকে ১টি করে বায়োগ্যাস প্লান্ট সরবরাহ করা হবে। জৈব সার তৈরি ও প্যাকেটজাতকরণের ব্যবস্থা ও আলোচ্য প্রকল্পে রাখা হয়েছে।

৭. সমিতির সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি দলের মাধ্যমে জৈব সার তৈরি ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যার ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

৮. ক্রয়কৃত বকনা দুধ দেয়া শুরুর পর হতে প্রতি দিন ২০০ টাকা হারে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হবে।

৯. কার্যক্রমের অধিকতর স্থায়িত্বের নিমিত্তে ২% হারে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হবে।

১০. প্রকল্প সমাপ্তির পর সমবায় অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় তহবিলের অর্থ ব্যবহার করে দুগ্ধ খাতের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা হবে।

সাফল্য :

❖ প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত সুবিধাভোগীদেরকে সমবায় এবং উন্নত জাতের গাভি পালনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ এবং প্রত্যেক সদস্যকে ২টি করে উন্নত জাতের বকনা ক্রয়ের জন্য (৫০,০০০× ২)= ১,০০,০০০/- টাকা করে ঋণ প্রদান এবং খাদ্য ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেক সদস্যকে (৫,০০০× ২)= ১০,০০০/- টাকা করে কার্যকরী মূলধন প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২২টি সমবায় সমিতিতে ২৭৫০ জন সদস্যের মধ্যে মোট ৭৫০ জন সদস্যকে ঋণ সহায়তা মূলধন প্রদান করা হয়েছে এবং ঋণ প্রাপ্ত সদস্যগণ কর্তৃক বকনাগাভি ক্রয় করা হয়েছে।

❖ গাভি ক্রয়ের বিষয়ে অন্যান্য উৎসের পাশাপাশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ মিলিটারী ফার্মসমূহ থেকেও বুক ভ্যালুতে বকনা ক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

❖ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সদস্যদের আগ্রহ, আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

❖ এ কার্যক্রমে মহিলাদের কার্যকর অংশগ্রহণ প্রশংসনীয় পর্যায়ে পৌছেছে।

❖ কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রাপ্ত উন্নত বাছুর সদস্যদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ এবং এদের দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা আরো বেশী হবে মর্মে আশা করা যায়।

জাতীয় সমবায় দিবস ও জাতীয় সমবায় পুরস্কার সংক্রান্ত তথ্য

১। ৩৯তম জাতীয় সমবায় দিবস ৬ নভেম্বর ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের আলোচনা সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৩৯তম জাতীয় সমবায় দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

২। ৪০তম জাতীয় সমবায় দিবস ১৯ নভেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের আলোচনা সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে নির্ধারিত ১০টি ক্যাটাগরির শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও শ্রেষ্ঠ সমবায়ীগণের মাঝে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০০৯ ও জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১০ বিতরণ করেন।

৪০তম জাতীয় সমবায় দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৪০তম জাতীয় সমবায় দিবসে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী/শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৪০তম জাতীয় সমবায় দিবসে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী/শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৪০তম জাতীয় সমবায় দিবসে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী/শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৪০তম জাতীয় সমবায় দিবসে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী/শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৪০তম জাতীয় সমবায় দিবসে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী/শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার বিতরণ করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৩। ৪২তম জাতীয় সমবায় দিবস ০২ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে উদযাপন করা হয়। উক্ত দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। দিবসের আলোচনা সভায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে নির্ধারিত ১০টি ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ও শ্রেষ্ঠ সমবায়ীগণের মাঝে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১১ বিতরণ করেন।

৪২তম জাতীয় সমবায় দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এম.পি

৪২তম জাতীয় সমবায় দিবসে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী/শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার বিতরণ করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এম.পি

প্রশাসনিক উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:

সমবায় অধিদপ্তরে বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ : ২০০৯-২০১৩ সময়ে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণী- ১৮ জন, ৩য় শ্রেণী- ১১৪০ জন ও ৪র্থ শ্রেণী- ৪৩২ জনসহ সর্বমোট ১৫৯০ জনকে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। নিয়োগের ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পদোন্নতি : ২০০৯-২০১৩ সময়ে সমবায় অধিদপ্তরে ১ম শ্রেণীতে- ৪৬জন, ২য় শ্রেণীতে- ৪৫৪ জন, ৩য় শ্রেণীতে- ১০৮৫ জন ও ৪র্থ শ্রেণীতে- ৩০ জনসহ সর্বমোট ১৬১৫ জনকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। পদোন্নতির ফলে মাঠ পর্যায়ে সমবায় বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের অফিস স্থাপনসহ সেটআপ অনুমোদন ও নতুন পদ সৃজন :

৩টি বিভাগে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়ের সেটআপ অনুমোদন ও চট্টগ্রাম বিভাগের ৩টি জেলাকে এ ক্যাটাগরীতে উন্নীত করণ এবং বাংলাদেশ সমবায় একাডেমীতে নতুন পদ সৃজনের ফলে ৮১টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। এছাড়া নতুন ৩টি উপজেলা সমবায় কার্যালয় স্থাপন ও ১২টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। এর ফলে মোট ৯৩টি নতুন পদ সৃজিত হয়েছে। নতুন অফিস স্থাপন ও পদ সৃজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ সমবায় সমিতির কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আইসিটি সেল গঠন : সরকারের ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য অর্জন এবং আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়ন কল্পে সমবায় অধিদপ্তরের অর্গানোগ্রামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১০০টি পদ সৃজনের সুপারিশ পূর্বক আইসিটি সেল গঠনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

টিওএন্ডই অনুমোদন : সমবায় অধিদপ্তরের টিওএন্ডই তে কম্পিউটার-২১৪টি, ফটোকপিয়ার-১২টি, ফ্যাক্স, গাড়ী (নতুন-২টি, প্রতিস্থাপন-৬টি) এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। ফলশ্রুতিতে বিভাগীয় কার্যক্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সমবায় অধিদপ্তরের অন্যান্য সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের তথ্য

১। কো-অপারেটিভ মার্কেটিং প্রমোশন সেল

(ক) কো-অপারেটিভ মার্কেটিং প্রমোশন সেল ২০১১ সাল হতে কার্যক্রম শুরু করে ৩১/০৭/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ০৭(সাত)টি বিভাগে সর্বমোট ৪৯১টি সমবায় বাজার চালু করা হয়েছে। তন্মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৫৫(একশত পঞ্চান্ন) টি, রাজশাহী বিভাগে ৭৫(পঁচাত্তর) টি, খুলনা বিভাগে ৭০ (সত্তর) টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮৮(আটাশি)টি, সিলেট বিভাগে ২৮(আটাশ) টি, বরিশাল বিভাগে ৫০(পঞ্চাশ) টি এবং রংপুর বিভাগে ২৬ (ছাব্বিশ) টি সমবায় বাজার চালু রয়েছে।

ঢাকার একটি 'সমবায় বাজার' পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক

সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে সমবায়ীদের পরিচালিত একটি সমবায় বাজার

(খ) "সমবায় বাজার পরিচালনা নীতিমালা-২০১৩" গত ২৮/০৭/২০১৩খ্রি: তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে । অনুমোদিত নীতিমালা ০১/০৯/৩০১৩খ্রি: তারিখে ৫৩/১২(সিএমপিসি)-১০৫ নং স্মারকমূলে পুস্তক আকারে জারি করা হয়েছে।

(গ) সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম লিঃ এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩৪৩টি প্রাথমিক সমিতি। তন্মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৪০(একশত চল্লিশ) টি, রাজশাহী বিভাগে ৩১(একত্রিশ) টি, খুলনা বিভাগে ৩৪(চৌত্রিশ) টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৫(পঞ্চান্ন)টি, সিলেট বিভাগে ৪২ (বিয়াল্লিশ) টি, বরিশাল বিভাগে ৩০(ত্রিশ) টি এবং রংপুর বিভাগে ১১(এগার) টি সমবায় সমিতি।

(ঘ) ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে সমবায় বাজার স্থাপনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য বিভাগ ও অধিদপ্তরের মালিকানাধীন মোট ২৬টি জায়গা নির্ধারিত হয়েছে। আন্ত:মন্ত্রণালয়ের সভা আহ্বানপূর্বক জায়গা নির্ধারণ চূড়ান্ত হবে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জায়গা সমিতির নামে বরাদ্দ প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে সমিতির নামের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের ১৭/০৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের ৮.০৩ নং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সমবায় সমিতির সাথে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্বাক্ষরিতব্য সমঝোতা স্মারক (MOU) এর খসড়া প্রস্তুতপূর্বক ২৪/০৭/২০১২ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঙ) নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ স্থিতিশীল রাখা এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) ও সমবায় অধিদপ্তর এর মধ্যে গত ১০/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ভোক্তা জনসাধারণের নিকট সুলভ মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের লক্ষ্যে সমবায় বাজার কনসোর্টিয়াম লিঃ এর সদস্যভূক্ত সমিতিগুলোকে টিসিবির জামানতবিহীন ডিলারশীপ প্রদান করা হচ্ছে ।

(চ) ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় বাজারের জন্য কমিটি গঠন করতঃ অত্র দপ্তরকে অবহিত করা হচ্ছে।

২। আর্থিক, মেধা সম্পদ, প্রযুক্তির প্রসারসহ নানাবিধ সম্পদের নিরবিচ্ছিন্ন প্রবাহ সুনিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে বাংলাদেশ মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ এর মতিঝিলস্থ ১ একর নিজস্ব জমিতে বাণিজ্যিক/আবাসিক ভবন নির্মাণ কল্পে ডেভেলপার নিয়োগের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। উক্ত ডেভেলপারের মাধ্যমে উক্ত জমিতে ২০তলা ও ১৬তলা বিশিষ্ট বানিজ্যিক/ আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রস্তুতি চলছে। উক্ত সমিতির জমিতে সমবায় হাট চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া উক্ত সমিতিতে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বর্তমান সরকারের সময় সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া ১৫৫ টি কেন্দ্রীয় সদস্য সমিতির শীর্ষ সমিতি হিসেবে কাজ করে সদস্যদের শিল্পপণ্য, কৃষিপণ্য, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ, কৃষি উপকরণাদি ও সদস্যদের ব্যবহার্য ভোগ্যপণ্য বিক্রয় ও সরবরাহকরণের ব্যবস্থা করে সমবায়ীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসাধন করে আসছে।

৩। ২০০৯-২০১৩ সনে বাংলাদেশ সমবায় শিল্প সংস্থা এর জন্য ৭৫,০০,০০০/-(পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা ব্যয়ে ১৫,০০০ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট দ্বিতীয় শ্রেণীর গোডাউন নির্মাণ প্রকল্পের এবং সোনার বাংলা সমবায় কটন মিলস্ লিঃ এর জন্য ৭০কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি ৬ষ্ঠ তলা আধুনিক সমবায় সুপার মার্কেট নির্মাণ প্রকল্পের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ এর আওতাভুক্ত ৫০টি কেন্দ্রীয় সদস্য সমিতির এবং একটি লবণ উৎপাদনকারী কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্যদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বাজারজাতকরণ, সমবায় সমিতিসমূহের সদস্যদের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থাকরণ, তাঁতজাত দ্রব্য এবং অন্যান্য হস্তশিল্প দ্রব্যের নমুনার উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং অন্যান্য শিল্প যেমন লবণ, তামা, কাঁসা, শাঁখা ইত্যাদি আমদানীর লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নতি সাধন করে আসছে।

৫। শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে বগুড়া কেন্দ্রীয় সমবায় শিল্প সমিতি লিঃ এর ৩ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার বস্ত্র শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং সমিতির আর্থিক উন্নতি হবে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা)

বাংলাদেশের বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্কভিটা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বলিষ্ঠ নীতি ও যুগান্তকারী পদক্ষেপের কারণে গত ২০০৯ সন হতে নানামুখী সাফল্য অর্জন করছে। বিগত পাঁচ বছরে প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রধান সাফল্য ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হ'ল :

১। **সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন:**

(ক) নিম্নোক্ত ০৯ টি জেলায় নতুন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করে বাৎসরিক গড়ে সাড়ে ১১ লক্ষ লিটার দুগ্ধ সংগ্রহ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

নং	স্থান	ভুমি (একর)	ধারণ ক্ষমতা (লিটার)	কার্যক্রম
১	পঞ্চগড় দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, পঞ্চগড়	ভাড়া	৩,০০০	ফেব্রুয়ারি, ২০১১
২	ত্রিশাল দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, ময়মনসিংহ	ভাড়া	৩,০০০	জানুয়ারি, ২০১২
৩	অভয়নগর দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, যশোর	ভাড়া	৫,০০০	মার্চ, ২০১২
৪	শ্রীপুর দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, গাজীপুর	০.৩৬	১৫০০	অক্টোবর, ২০১২
৫	টুঙ্গীপাড়া দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, গোপালগঞ্জ	ভাড়া	৩,০০০	মে, ২০১২
৬	মাদারগঞ্জ দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, জামালপুর	ভাড়া	১,৫০০	ফেব্রুয়ারি, ২০১৩
৭	ধনবাড়ী দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, টাঙ্গাইল	ভাড়া	১,৫০০	জুন, ২০১৩
৮	পটিয়া দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	ভাড়া	৫,০০০	জুন, ২০১৩
৯	মতলব (উত্তর) দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র, চাঁদপুর	ভাড়া	১,৫০০	জুন, ২০১৩

(খ) মাদারীপুর জেলার টেকেরহাট দুগ্ধ কারখানায় ০৬ কোটি টাকা ব্যয়ে বিএমআরই সম্পাদনপূর্বক দৈনিক ২০ হাজার লিটার তরল দুগ্ধ পাস্তুরিতকরণ প্লান্ট স্থাপন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সম্মতি সাপেক্ষে উদ্বোধনের দিন ধার্য করা হবে।

(গ) সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার লাহিড়ীমোহনপুরে ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পথে।

(ঘ) লক্ষীপুর জেলার রায়পুরে ১৬.৫৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মহিষের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলছে।

(ঙ) চট্টগ্রামের পটিয়াতে দৈনিক ২০০০০ লিটার উৎপাদন ক্ষমতার তরল দুগ্ধ পাস্তুরিতকরণ কারখানা স্থাপন প্রকল্প পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।

(চ) কাউনিয়া (রংপুর), সন্দীপ (চট্টগ্রাম), বাবুগঞ্জ (বরিশাল), ঝিকরগাছা (যশোর), রামগতি (লক্ষীপুর), পারবহলীর চর (টাঙ্গাইল), দৌলতপুর ও ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া), গলাচিপা (পটুয়াখালী) এবং বোয়ালমারী-মধুখালী (ফরিদপুর)-তে নতুন দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ।

(ছ) সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়ীঘাটে সুপার ইনস্ট্যান্ট পাউডার মিল্ক কারখানা স্থাপনের প্রকল্প মন্ত্রণালয়ের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(জ) বেলারুশ সরকারের Preferential Export Loan সুবিধার আওতায় ঢাকা দুগ্ধ কারখানায় আইসক্রীম কারখানা এবং বাঘাবাড়ীঘাটে সুপার ইনস্ট্যান্ট পাউডার মিল্ক কারখানা স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ।

(ঝ) মিল্কভিটা সামাজিক দায়বদ্ধতার (CSR) অংশ হিসেবে জাতি সংঘের কৃষি ও খাদ্য সংস্থা (FAO)-এর সহযোগিতায় "Linking School Milk Feeding Programme" এর আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলার ০৭ (সাত)টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিদিন ২০০ মিলি: পাস্তুরিত তরল দুধ বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে এবং সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলায় ১০ (দশ)টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৫—

২। ICT কার্যক্রমের অগ্রগতি :

প্রাতিষ্ঠানিক শৃংঙ্খলা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মিল্কভিটার প্রধান কার্যালয় ও ঢাকা দুগ্ধ কারখানা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত এবং শৃংঙ্খলা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন, ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার ব্যবহার শুরু এবং প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ডায়ানামিক ওয়েব সাইট (www.milkvita.org) খোলা এবং দুগ্ধ ট্যাংকার ও কাভার্ড ভ্যান চলাচলের বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন Vehicle Tracking System স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। দুধের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বাধুনিক Mid infra red প্রযুক্তির মিল্ক এনালাইজার আমদানী করা হচ্ছে।

৩। গো-চারণভূমি সৃজন ও সংরক্ষণের নীতিমালা প্রণয়ন :

দেশের প্রতিটি বিভাগে কমপক্ষে একটি সমবায় গো-চারণভূমি সৃজন ও সংরক্ষণের স্বার্থে গো-চারণ ভূমি নীতি ২০১১ প্রণয়ন।

৪। বিক্রয় বৃদ্ধি :

গত ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে প্যাটেকজাত তরল দুধের বিক্রয় ৫ কোটি ৪৬ লাখ লিটার হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৬ কোটি ০৯ লাখ লিটারে উন্নীতকরণ।

৫। গাভী ঋণ বিতরণ :

প্রতিষ্ঠানের সমবায়ী দুগ্ধ খামারীদের গাভী ক্রয়ের নিমিত্ত ৪০.৬৬ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৬। বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যয় প্রদান :

প্রতিষ্ঠানের সমবায়ী দুগ্ধ খামারীদের গবাদিপশুর চিকিৎসা বাবদ ১.৫০ কোটি টাকা।

৭। মুনাফা বৃদ্ধি :

(কোটি টাকায়)

আর্থিক বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	মুনাফা
২০০৮-২০০৯	৩২১.২৩	৩০৬.১২	১৫.১২
২০০৯-২০১০	৩৬৯.৮৬	৩৫১.৯৮	১৭.৮৮
২০১০-২০১১	৩৭২.৩৩	৩৬০.৫০	১১.৮৩
২০১১-২০১২	৪২২.৯৭	৪০৬.২০	১৬.৭৭
২০১২-২০১৩	৪৫৪.৫৬	৪৩৭.৪৩	১৭.১২

ফটোচিত্র

মাননীয় সাবেক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এম.পি কর্তৃক সিরাজগঞ্জ জেলার লাহিড়ীমোহনপুরে গো-খাদ্য কারখানা প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

মাননীয় সাবেক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এম.পি কর্তৃক পঞ্চগড় দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

মাননীয় সাবেক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এম.পি কর্তৃক বাঘাবাড়ীঘাট দুগ্ধ এলাকায় বাথান পরিদর্শন

সাবেক সচিব মহোদয় ড. মিহির কান্তি মজুমদার কর্তৃক মিল্কভিটা'র গাবতলী দুগ্ধ কারখানা পরিদর্শন

সচিব মহোদয় জনাব এম এ কাদের সরকার কর্তৃক মিল্কভিটার ঢাকা দুগ্ধ কারখানা পরিদর্শন

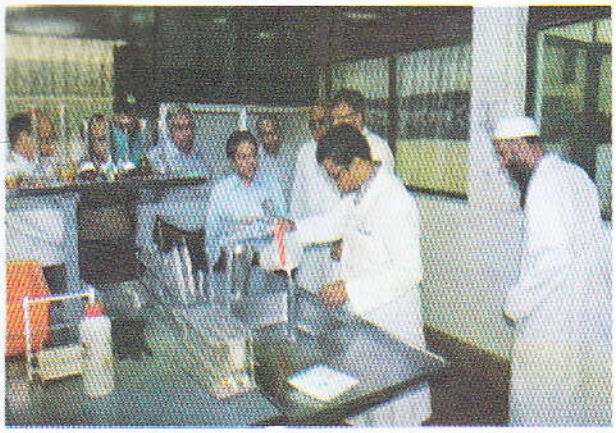

সচিব মহোদয় জনাব এম এ কাদের সরকার কর্তৃক মিল্কভিটার ঢাকা দুগ্ধ কারখানার মাননিয়ন্ত্রণ বিভাগ পরিদর্শন

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

(ক) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত সমবায় কৃষক কর্তৃক গৃহীত ঋণের সুদ ও দন্ডসুদের উপর ভর্তুকি বাবদ সরকার থেকে প্রাপ্ত ৩০.০০ কোটি টাকা ক্ষতিগ্রস্থ সংশ্লিষ্ট ঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১০-০৫-১২ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভুর্তকির টাকা হস্তান্তর কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। উক্ত ভর্তুকি প্রদানের ফলে অনেক খেলাপী ঋণ গ্রহীতা সমিতি পুনরায় ঋণ গ্রহণে সক্ষম হচ্ছে। ভর্তুকির ২য় কিস্তি বাবদ ২৩.০৬ কোটি টাকা ক্ষতি গ্রস্থ ঋণী সমবায়ী সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভর্তুকি বাবদ ৩য় কিস্তির অর্থ প্রাপ্তির জন্য আবেদন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ীদের হাতে ভর্তুকীর চেক বিতরণ করছেন

(খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কর্তৃক অন-লাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

(গ) ব্যাংকের জন্য নিজস্ব কাস্টমাইজড সফটওয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ১ জুলাই ২০১০ তারিখ হতে হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম উক্ত নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনার ফলে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ১০০% নিশ্চিত হয়েছে।

(ঘ) বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ-এর বিদ্যমান জনবলের শূন্য পদে ৩৪ জন কর্মকর্তা এবং ৩৫ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। উক্ত নিয়োগ প্রদানের ফলে ব্যাংকের কার্যক্রমে গতির সঞ্চার হয়েছে।

(ঙ) এ ছাড়া ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তাকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

(চ) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কর্তৃক বিভিন্ন পর্যায়ে আমানত সংগ্রহের পরিমাণ বর্তমানে ৭.৯৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে।

(ছ) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ এর মালিকানাধীন ৩/১০ নং জনসন রোডস্থ ৫.৬৯ কাঠা জমি অবৈধ দখলদারের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং উক্ত জায়গাসহ ব্যাংকের নারায়ণগঞ্জের ১৪৯ নং বঙ্গবন্ধু সড়কে অবস্থিত জায়গায় পৃথক দু'টি বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

(জ) ব্যাংকের নিজস্ব প্রয়োজনে এবং ভবনের ভাড়াটিয়াদের নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে ৩৫০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। দ্রুত সেটি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ঝ) ব্যাংকের কার্যক্রম বৃদ্ধি হওয়ায় প্রকল্প ঋণ বিভাগের জন্য ব্যাংক ভবনের ৪র্থ তলায় অফিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

ঞ) ব্যাংকের নীচ তলায় লিফটের সম্মুখস্থ অংশে সৌন্দর্য বর্ধন (আধুনিকায়ন) কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

(ট) ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মহানগরের গুলিস্তান এলাকায় অবস্থিত কাজী বশির মিলনায়তনে ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২৮২.১৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ বাজেট অনুমোদন করা হয়।

৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত মাননীয় প্রধান অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

(ঠ) বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ নিয়মিত কৃষি ঋণ ছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কোন প্রকার জামানত ছাড়াই কৃষক/উদ্যোক্তা পর্যায়ে ঋণ প্রদান করে আসছে। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় তরমুজ চাষীদের মধ্যে ১১-১২ অর্থবছরে অনুরূপ ২০.০০ লক্ষ টাকা দাদন এবং ১২-১৩ অর্থবছরে কক্সবাজারে লবণ চাষ প্রকল্পে ৮.০০ লক্ষ টাকা দাদন করে তা সময়মত মুনাফাসহ শতভাগ টাকা আদায় নিশ্চিত করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচিকে পর্যায়ক্রমে আরো বিস্তৃত করে কক্সবাজারে পান চাষ এবং ময়মনসিংহে কৈ গ্রামে কৈ মাছ চাষ, নার্সারী, কবুতর পালন, দরিদ্র মহিলাদের বুটিক বাটিক ও হস্ত শিল্প প্রকল্প, সেলাই মেশিন ক্রয়, ঢাকায় আশার আলো মহিলা বহুমুখী সমবায় সমিতির হস্ত শিল্প ইত্যাদি প্রকল্পের মধ্যে ঋণ সরবরাহ করা হয়েছে। এ যাবৎ অনুরূপ ৪৬ টি প্রকল্পে ১৬২০ জন সমবায়ীর মধ্যে ৬১৯.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ দান করা হয়েছে। উক্ত ঋণ এর কিস্তি আদায়ের হার ১০০%।

আশার আলো বহুমুখী মহিলা সমবায় সমিতির সভানেত্রীকে প্রকল্প ঋণের চেক প্রদান করছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান

(ড) বিগত পাঁচ বছরে মুনাফার অংশ হতে সরকারী কোষাগারে সি.ডি.এফ ও অডিট ফি ৮২.৪৬ লক্ষ টাকা জমা করা হয়েছে।

(ঢ) ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি ও স্বল্প আয়ের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও স্বর্ণবন্ধকী ঋণের পাশাপাশি সরকারী চাকুরিজীবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য কনজুমার্স ঋণ চালু করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে চলছে। চাকুরিজীবি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গৃহ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ইতিমধ্যেই ১১৪.২০ লক্ষ টাকা ৭৯ জন ব্যক্তিকে (চাকুরিজীবি) কনজুমার্স ঋণ হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ঋণের কিস্তি আদায়ের হার ১০০%।

চিত্রঃ নিবন্ধক মহোদয়ের হাতে সি.ডি.এফ ও অডিট ফি এর টাকার চেক প্রদান করছেন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক

(ন) ব্যাংক পরিচালনায় বিগত পাঁচ বছরে অর্জিত সাফল্যের উল্লেখযোগ্য খাত সমূহের ১টি সংক্ষিপ্ত চিত্র নীচের ছকে সংযোজন করা হলোঃ-

(লক্ষ টাকার অংকে)

নং	বিবরণ	০৯-১০অর্থ বছর	১০-১১অর্থ বছর	১১-১২অর্থ বছর	১২-১৩অর্থ বছর
১	নীট লাভ	৪২২.৮৪	৭৬৯.৮৬	৮০০.৬১	১১৬২.১৫
২	লভ্যাংশ প্রদান (শেয়ার হোল্ডার)	৩৪.৮৮(১০%)	৫৬.৭৪(১৭.৫%)	৮৮.৯৬(২০%)	৯২.০৯(২০%)
৩	ঋণ দাদন	৪৫৫২.৭৪	৭৯৬৮.৬৫	৮৮৫৩.১০	৭০৮৮.৯৫
৪	ঋণ আদায়	৪০১৪.০৩	৭০৬৫.৯৫	৮২৮৩.১০	৭১৮৯.৫০
৫	কর্মকর্তা-কর্মচারী	১৩৪	১৬৭	১৬৭	১৭১
৬	শেয়ার	৩৮৭.৫৯	৪৪৪.৭৫	৪৬০.৪৭	৪৯২.৪৯
৭	সংরক্ষিত তহবিল	১৩০১২.২৩	১৩৫৭৫.৫২	১৪২০৫.৩৩	১৫২৫৩.০৬
৮	সঞ্চয় আমানত	৪২০.০০	৩৯৪.১৪	৪৪৩.০৯	৭৯৬.৩৩
৯	মোট পরিসম্পদ	৩৬৫৯৪.১৬	৪৫৬৪৫.০৮	৪৬৬৩৩.২৩	৪৪৬৮৬.২৭
১০	ঋণ মঞ্জুর/ অনুমোদন	২৪৫৫০.২২	৩১৭৪১.৭২	৩২৪৮১.২২	৩৮৬১৩.৮৮
১১	বিনিয়োগ	৩৪৫৮৭.৬০	৩৬৫৫০.৮১	৩৫৪৬৬.০২	৩৪০১১.৮৯
১২	মোটআয়	১২০১.৫৯	১৫৯৬.৬৮	১৮১৭.৫১	২২১০.৪৭

বিনিয়োগ : বিগত পাঁচ বছরে ব্যাংকের বিনিয়োগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে তা ৩১/১২/১৩ তারিখে ৩৪০১১.৮৯ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

আমানত বৃদ্ধি: বিভিন্ন প্রকার আমানত সংগ্রহেও ব্যাংকের প্রবৃদ্ধি লক্ষণীয়। ৩০-০৬-০৯ তারিখে অনুরূপ আমানত সংগ্রহের পরিমাণ ছিল ৪২০.০০ লক্ষ টাকা। ৩১/১২/১৩ তারিখে সংগৃহীত আমানতের পরিমান দাঁড়িয়েছে ৭৬৫.৯৪ লক্ষ টাকায়। এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮২.৩৭%।

মূলধন বৃদ্ধি : ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ বিগত পাঁচ বছরে ৩৮৭.৫১ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫১৪.৮৫ লক্ষ টাকায় উপনীত হয়েছে। মূলধন বৃদ্ধির হার ৩২.৮৬%।

মোটআয় বৃদ্ধি: গত পাঁচ বছরে ব্যাংক পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে ব্যাংকের সার্বিক আয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ০৯-১০ অর্থ বছরে ব্যাংকের মোট আয় ছিল যেখানে মাত্র ১২০১.৫৯ লক্ষ টাকা তা বিগত পাঁচ বছরে এসে দাঁড়িয়েছে ৩২৮২.০৪ লক্ষ টাকায়। আয় বৃদ্ধির হার ১৭৩%।

নীট লাভ বৃদ্ধি : ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সমস্যাদি যথাসময়ে সমাধান নিশ্চিত করায় এবং সময়মত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ব্যাংকের নীট মুনাফা ০৯-১০ অর্থবছরের ৪২২.৮৪ লক্ষ টাকা থেকে পাঁচ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১১৬২.১৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে। মুনাফার এ প্রবৃদ্ধির হার ১৭৫% ।

পরিসম্পদ বৃদ্ধি : গত ৩০-০৬-০৯ তারিখে মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৬৫.৯৪ কোটি টাকা। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের দক্ষ পরিচালনা ও গতিশীল নেতৃত্বের কারণে বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৫৯.৪১ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ২৫%।

ঋণ বিতরণ : ০৯-১০ অর্থবছরে কৃষি ও অকৃষি খাতে ব্যাংক মোট ৪৫৫২.৭৪ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করেছিল। বর্তমান পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক গতিশীল ও সমবায় বান্ধব নীতি গ্রহণের কারণে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৭১৫০.৫৫ লক্ষ টাকা বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ৩১/১২/২০১৩ইং তারিখ পর্যন্ত ৪০৮২.৫৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে ব্যাংকের মোট ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৩২৬২৬.৫২ লক্ষ টাকা। এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ৫৬%।

বর্তমান সরকারের বিগত ০৫(পাঁচ) বছরের ঋণ বিতরণের বিবরণ

(লক্ষ টাকার অংকে)

ক্র.নং	বিবরণ	২০০৯-১০ অর্থ বছর	২০১০-১১ অর্থ বছর	২০১১-১২ অর্থ বছর	২০১২-১৩ অর্থ বছর	২০১৩-১৪ অর্থবছর
১	স্বল্প মেয়াদী কৃষি ঋণ	৯৯.৫০	৪০.০০	১৩৮.৯০	২৩৪.০০	১৬০.০০
২	মধ্য মেয়াদী কৃষি ঋণ	১২৭.০০	৯.০০	২০.০০	৫৫.০০	-
৩	দীর্ঘ মেয়াদী কৃষি ঋণ	১৮০.০০	১২৪.৫০	১২০.০০	২৮.০০	-
৪	প্রকল্প ঋণ	-	-	১৮.৯০	৩৮.০০	৫৬২.১০
৫	কনজুমার্স ঋণ	-	-	-	২৩.৬০	৯০.৬০
৬	অ-কৃষি ঋণ	৪১৪৬.২৪	৭৭৯৫.১৫	৮৫৭৪.২০	৬৭৭১.৯৫	৩২৬৯.৮৮
	মোট :	**৪৫৫২.৭৪**	**৭৯৬৮.৬৫**	**৮৮৭২.০০**	**৭১৫০.৫৫**	**৪০৮২.৫৮**

আয়বর্ধক কর্মকান্ড :

১। ব্যাংকের আয় বৃদ্ধি তথা দেশের স্বল্প আয়ের মানুষের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংকের বিদ্যমান ৩ (তিন) স্তর বিশিষ্ট ঋণ দাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করে সরাসরি কৃষক পর্যায়ে প্রকল্প ঋণ ও চাকুরীজিবীদের মধ্যে কনজুমার্স ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। নিয়মিত কৃষি ও প্রকল্প ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ব্যাংকের নিজস্ব কাউন্টারে স্বর্ণ-স্বার্ণালংকার বন্ধক রেখে সমবায় আইন অনুযায়ী স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ চালু করা হয়েছে। শুরু থেকে (০১/০৮/২০০৯) এখাতে বর্তমান বিনিয়োগের পরিমাণ ১৭৬১৭.৮০ লক্ষ টাকা এবং আদায়ের পরিমাণ ১১৮৫০.২০ লক্ষ টাকা। আদায়ের হার ৬৭%। কিস্তি আদায়ের হার ১০০%।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কৃষি প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ সরকারী সংস্থা হিসেবে দেশের ৪৮৪টি উপজেলায় এর কার্যক্রম বিস্তৃত রয়েছে। দ্বি-স্তর বিশিষ্ট মূল কর্মসূচি এবং বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১ লাখ ৮৭ হাজার ৩৮০টি সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করেছে, যার মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৬২ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৫৩ জন। মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৯ হাজার ৮৬০ কোটি টাকা এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৬ শতাংশ (আদায়যোগ্যের বিপরীতে)। শুরু থেকে বিআরডিবি এ পর্যন্ত ৭৫টি প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার বেশির ভাগ ক্ষুদ্র ঋণ ও দারিদ্র্য নিরসনমূলক। বর্তমানে বিআরডিবি কর্তৃক অধিকতর দারিদ্র্য প্রবণ এলাকার জন্য বিশেষ প্রকল্প এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে লাগসই ও টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থিকভাবে ক্ষমতায়নসহ পল্লী ক্ষুদ্র অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হচ্ছে। সরকারের বিগত ৫ বছর সময়ে বিভিন্ন খাতে বিআরডিবি বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি দেশের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিআরডিবি'র বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের সফলতা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করা হলো :

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০০৯-২০১৩ (ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত)
১।	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	- বর্তমান সরকারের মেয়াদে মোট ০৮(আট) টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-২), উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক), দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শষ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়), পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-২, সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি এবং বঙ্গবন্ধু পিএটিসি'র সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (বর্তমানে বাপার্ডে স্থানান্তরিত) । উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থিকভাবে ক্ষমতায়নসহ পল্লী ক্ষুদ্র অবকাঠামোর উন্নয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৭৪৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে খুলনা ও বরিশাল বিভাগে "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প" এবং ২০৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে কুড়িগ্রাম জেলায় Initiative for Development, Empowerment, Awareness and Livelihood Project, Kurigram" শীর্ষক প্রকল্প দুটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
২।	সাংগঠনিক কার্যক্রম	- সমিতি/দল গঠন- ১২৫২২ টি - উপকারভোগীর সংখ্যা - ৫২০৭২০ জন - উপকারভোগী পুরুষ-২৪৪৭৩৮ জন এবং মহিলা-২৭৫৯৮২ জন।
৩।	ঋণ কার্যক্রম	- ঋণ বিতরণ- ৩০০২৫৭.৮৯ লক্ষ টাকা - ঋণ আদায়- ২৬৪০২৩.২৫ লক্ষ টাকা - ঋণের সর্বোচ্চ সিলিং ১৫,০০০/- হতে ২৫,০০০/- টাকায় উন্নীত - উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) এর সার্ভিস চার্জের ভর্তুকি হিসেবে ৩০.০০ কোটি টাকা বিতরণ।
৪।	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	- দক্ষতা উন্নয়ন ৮৯,৬৬১ জন,মানবিক উন্নয়ন ৩,০৯,৫৩৮ জন - অন্যান্য - ১,৮৮,৮৯৬ জন - প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু পিএটিসি'র সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প (বর্তমানে বাপার্ডে স্থানান্তরিত) শীর্ষক প্রকল্পটি মার্চ/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১২পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়।
৫।	নারী উন্নয়ন	- নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করে বিআরডিবি মহিলা সমিতি/দল গঠন করে, সমিতিভুক্ত নারীদের বিভিন্ন মানবিক ও দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারীদের পুঁজি গঠন ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নে বিআরডিবি'র ভূমিকা অপরিসীম। বর্তমান সরকারের মেয়াদে মহিলাদের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৭৪৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে খুলনা ও বরিশাল বিভাগে "দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প"শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	২০০৯-২০১৩ (ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত)
৬।	কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়ন	- বিআরডিবি'র আওতায় এ পর্যন্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ কার্যক্রমের আওতায় ১৮,৪৬০ টি গভীর নলকূপ, ৪৪,৫২৩ টি অগভীর নলকূপ ১৯,৪০৫টি শক্তিচালিত পাম্প এবং ২,৭৩,০০০ টি হস্তচালিত পাম্প সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে, যা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সেচ যন্ত্রগুলো সচল রাখার জন্য ১৯৮৩.০৬ লক্ষ (উনিশ কোটি তিরাশি লক্ষ ছয় হাজার) টাকায় "সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। - দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শষ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে অপ্রধান শষ্য উৎপাদন তথা কৃষি উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।
৭।	নিরাপদ/সুপেয় পানির ব্যবস্থা	- অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-২) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে নিরাপদ সুপেয় পানির জন্য ১১০৯ টি গভীর নলকুপ স্থাপন করা হয়েছে।
৮।	অবকাঠামো উন্নয়ন	- বিআরডিবি'র নিজস্ব অফিস ভবন নির্মান- ৬ টি - উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ- ৪৩ টি - বিআরডিবি'র নিজস্ব ভবন মেরামত ও সংস্কার ৮০ টি - গ্রামীন ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন -২৭৩৫টি
৯।	আইসিটি কার্যক্রম	- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। - সদর দপ্তর, জেলা দপ্তর ও উপজেলা দপ্তরে ইন্টারনেট এর ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। - এমআইএস কে অটোমেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। - বিআরডিবি'তে ৫৪৩ জনবল সমৃদ্ধ আইসিটি সেল গঠনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ০৩টি পদের ছাড় পাওয়া গেছে। - মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত ছক অনুযায়ী কর্মকর্তাদের অনলাইন পিডিএস প্রস্তুত করা হচ্ছে। - বিআরডিবি'তে আইসিটি পলিসি/২০০৯ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবাসমূহ অনলাইনে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
১০।	প্রশাসনিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন	- রাজস্ব খাতে জনবল নিয়োগ-৫২৭জন। - পদোন্নতি-৬৭৩ জন। - সিলেকসন গ্রেড টাইম স্কেল-৫৫৪ জন। - মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের বয়সসীমা বৃদ্ধি-৭২ জন।

উল্লেখ্য যে, গত ২০১০ সালে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) কর্তৃক সম্পাদিত এক সমীক্ষায় মূল্যায়ন প্রতিবেদনে দেখা গেছে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) তে বিআরডিবির অবদান ১.৯৩%।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) এর প্রকল্পসমূহঃ কৃষি প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে দেশের সর্ববৃহৎ সরকারি সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর কার্যক্রম দেশের সকল ৪৮২টি উপজেলায় বিস্তৃত রয়েছে। দ্বি-স্তর বিশিষ্ট মূল কর্মসূচি এবং বিভিন্ন দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় বিআরডিবি এ পর্যন্ত ১ লাখ ৮৭ হাজার ৩৮০ টি সমবায় সমিতি ও অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করেছে, যার মোট সদস্য তথা সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৬২ লাখ ১৮ হাজার ৮৫৩ জন। মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৯ হাজার ৮৬০ কোটি টাকা এবং ঋণ আদায়ের হার ৯৬ শতাংশ। শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিআরডিবি এ পর্যন্ত মোট ৭৫টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে, যার বেশীর ভাগ দারিদ্র্য নিরসনমূলক। বিআইডিএস কর্তৃক ২০১০ এর মূল্যায়ন প্রতিবেদনে জিডিপি'তে বিআরডিবি'র অবদান ১.৯৩%। ২০০৯-২০১৩ সময়কালীন বিআরডিবি কর্তৃক বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

i) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২): অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২) শীর্ষক প্রকল্পটি জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন নিশ্চিত, জীবনমান উন্নয়নে ক্ষুদ্র অবকাঠামো মেরামত/নির্মাণ, স্থানীয় সম্পদ আহরণ এবং ইউনিয়ন পরিষদকে (One stop service deliver station) রূপায়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৮৫ উপজেলার ২০০টি ইউনিয়নে

৬—

বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৬৮২১.৫৩ লক্ষ টাকা (জিওবিঃ ৫০০.১৯, জাইকাঃ ১৩২১.৩৪ এবং জেডিসিএফঃ ৫০০০.০০) এবং বাস্তবায়নকাল মে, ২০০৫ হতে জুন ২০১৪। প্রকল্পটির মোট উপকারভোগীর লক্ষ্যমাত্রা ৩০ লক্ষ জন। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১৩৮৯ টি জিসি গঠন, ৩৬৬৯৬ টি জিসিএম, ২০০ টি ইউসিসি, ৫৬৪৬ টি ইউসিসিএম আয়োজন করা হয়েছে। অপরদিকে গ্রামগুলোতে ২১০৩ টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে এবং ১৬৬২৫০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এ পর্যন্ত ২০৮৩৫০০ জন উপকারভোগীকে বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ii) উত্তরাঞ্চলের হত-দরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক): উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) শীর্ষক প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য অবহেলিত, পশ্চাৎপদ, বিধবা, স্বামীপরিত্যাক্তা, প্রতিবন্ধী, সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু হতদরিদ্র মহিলা ও পুরুষদের (১) সেলাই (২) এমব্রয়ডারী (৩) পাটজাত পণ্য তৈরি (৪) তাঁত ও শতরঞ্জি বুনন, (৫) মোবাইল সার্ভিসিং এন্ড কম্পিউটার (৬) গ্রামীণ ইলেকট্রিশিয়ান ও (৭) গার্মেন্টস বুটিক বাটিকসহ মোট ৭টি ট্রেডে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৬৪৬.৯১ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত। জুন ২০১৩ প্রকল্প মেয়াদ পর্যন্ত মোট অবমুক্ত অর্থ ৪৫৭০.৪৫ লক্ষ এবং ব্যয় হয়েছে ৪৫২৪.৫৬ লক্ষ টাকা। অবমুক্তির বিপরীতে হার ৯৮.৯৯%। প্রকল্পটি রংপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলার মোট ৩৫টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি প্রতিটি উপজেলায় উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ০৩টি (তিন) ইউনিয়নে উপকারভোগী নির্বাচনের জন্য ইউসিসিএ কর্মচারী, বিআরডিবি'র প্রকল্প জনবল, সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক/কর্মচারী ও স্থানীয় শিক্ষিত বেকার যুবকদের সহায়তায় নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহের গ্রাম ভিত্তিক বেঞ্চ মার্ক সার্ভে সম্পন্ন করা হয়। প্রকল্পের মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ২৮৫১২ জন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ২৮৬৩১ জন এবং ঋণ গ্রহীতা উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০৬৫ জন।

iii) দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প (IRESPPW): দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা শীর্ষক প্রকল্পটি দরিদ্র মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণোত্তর ঋণসহায়তার মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে খুলনা বিভাগের ৯টি জেলার (বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, চুয়াডাংগা, মেহেরপুর, যশোর, নড়াইল, ঝিনাইদহ ও মাগুড়া) ৪০টি উপজেলায় এবং বরিশাল বিভাগের ৬টি জেলায় (বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি) ১৯টি উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৭৪৫৪.৮৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১২ হতে জুন ২০১৬। প্রকল্পটির মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৭৬২৫০ জন। প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক মহিলা সমিতির সংখ্যা ২৭৮৪টি এবং উপজেলা কেন্দ্রীয় মহিলা সমিতির সংখ্যা ৫৯টি। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ২০৮৫১ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের জন্য ঋণ প্রদান করা হবে।

iv) অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়): বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত "দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য দেশের আমদানি নির্ভর ডাল, তৈলবীজ ও মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো, বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখা। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষকদের সংগঠনভুক্ত করে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৫২৫৮.০২ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই,২০১১ থেকে জুন, ২০১৪। প্রকল্পের মোট উপকারভোগী ২৩০৪০০জন। প্রকল্পের আওতায় ৭৬৮০টি দল গঠন,২৩৯৮৯৩ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২৫৬০টি প্রদর্শনী খামার তৈরী করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ৪৩৪৯টি দলগঠন, ১১৬৫৩৮ জনকে সদস্যভর্তি, ৬৩২৩২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ১২২৪টি প্রদর্শনী খামার তৈরী করা হয়েছে।

v) পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়): বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্পের ১ম পর্যায় জুলাই/১৯৯৮ হতে জুন/২০০৭ মেয়াদে দেশের ২৩টি জেলার ১৫২ টি উপজেলায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে কর্মসূচি আকারে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ইহার কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। বর্তমানে পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) দেশের ৭টি বিভাগের ৪২টি (পূর্ববর্তী ২৩টিসহ) জেলার ১৯০টি (পূর্ববর্তী ১৫২টি সহ) উপজেলায় জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে মোট ৩৩১৪২.০৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে (জিওবি ১৯০৮৫.৪৫ লক্ষ এবং ইউবিবিসিসিএ ১৪০৫৬.৬২ লক্ষ টাকা) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত (জানুয়ারি, ২০০৯ - জুন, ২০১২ পর্যন্ত কর্মসূচি এবং জুলাই, ২০১২ - ডিসেম্বর, ২০১৩ পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প- ২য় পর্যায়) অগ্রগতি: সমিতি গঠন- ৩৬৭টি, সদস্য ৫৬৪৫৩ জন, শেয়ার - ৪৪৩.২৭ লক্ষ টাকা, সঞ্চয় ২৫৫৬.০৭ লক্ষ টাকা, ঋণ বিতরণ- ৫৬৯০৫.৬৪ লক্ষ টাকা, ঋণ আদায় ৫১৬৯৯.৮৮ লক্ষ টাকা, ঋণ আদায়ের হার ৯১%।

vi) সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচিঃ বিআরডিবিভুক্ত ৫২৪টি অচল/অকেজো কিন্তু মেরামতযোগ্য গভীর নলকূপ মেরামত/সংস্কার করে সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য বিমোচন করা প্রকল্পের উদ্দেশ্য। দেশের ৫টি বিভাগের ২০ জেলার ৬১টি উপজেলার ৫২৪টি গভীর নলকূপ মেরামত/সংস্কার কাজ এ প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত। প্রকল্পের অনুমোদিত ব্যয় ১৯৮৩.০৬ লক্ষ টাকা, এর মাধ্যমে গভীর নলকূপ মেরামত/সংস্কার কাজের ব্যয়িতব্য ১৪৭১.০০ লক্ষ টাকার ১০% অর্থ অর্থাৎ ১৪৭.১০ লক্ষ টাকা সংশ্লিষ্ট গভীর নলকূপের সদস্যগণ বহন করবেন। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত, অনুমোদন তারিখ ১০/০২/২০১৩খ্রি:। প্রকল্পে মেয়াদে ৬২৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কারিগরি, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন ও সেচ ব্যবস্থাপনা, শস্য বহুমূখীকরণ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে। ইতোমধ্যে ২১০টি গভীর নলকূপ মেরামত/সংস্কার কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করে মূল্যায়ন সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পে প্রদর্শণী প্লট স্থাপন করা হবে। প্রদর্শণী প্লটের জন্য বীজ, সার ও কীটনাশক প্রকল্প অর্থায়নে নির্বাহ করা হবে।

vii) ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট (IDEAL Project), কুড়িগ্রামঃ বিআরডিবি বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত একটি প্রকল্প। বিগত ০৬-০১-২০১০ তারিখ কুড়িগ্রামের এক জনসভায় তিনি এ প্রতিশ্রুতি দেন। প্রকল্পটি গত ০৭-০৮-২০১২খ্রি: অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত এবং প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২০৪৩.৭৫ লক্ষ টাকা। কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির সচেতনতা সৃষ্টি ও মানবিক গুনাবলীর বিকাশ সাধন, সামাজিক ও পারিবারিক সম্ভাবনাময় কর্মক্ষমতাকে জাগ্রতকরণ ও বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগে সহযোগিতা প্রদান, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের সম্প্রদায়গত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করে আর্থিক ও সামাজিকভাবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। প্রকল্প মেয়াদে সুফলভোগী অন্তর্ভূক্তি করা হবে ১৭৫৩৫ জন এবং তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষনোত্তর সহায়তা প্রদান করা হবে। ১২০৩৬ জন সুফলভোগী অন্তর্ভূক্ত করে ২৫৪৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান। প্রকল্প অর্থায়নে স্যানেটারী ল্যাট্রিন বিতরণ ও কমিউনিটি লাইব্রেরি স্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সম্প্রতি উদ্ভাবিত মডেল

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড ও জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (জাইকা) এর সহায়তায় উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়নের একটি টেকসই মডেল হচ্ছে লিংক মডেল।

লিংক মডেলের অনুসৃত কর্মকৌশল হচ্ছে:-

উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামের মধ্যে রৈখিক (Vertical) যোগাযোগ এবং ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, গ্রাম কমিটির প্রতিনিধি, জাতি গঠনমূলক বিভাগ ও জনপ্রতিনিধিগণের মধ্যে সমান্তরাল (Horizontal) যোগাযোগ সৃষ্টি ও সমন্বয় সহ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি।

লিংক মডেলের প্রধান অংগসমূহ (Component of Link Model)

১। ইউনিয়ন সমন্বয় কমিটি (ইউসিসি) এবং এর মাসিক সভা (ইউসিসিএম)। (ইউসিসিএম এ ইউনিয়নের সকল কর্মকান্ড আলোচিত হয়। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বার, ইউপি সচিব, ইউনিয়নে কর্মরত সকল জাতিগঠনমূলক বিভাগ, এনজিও প্রতিনিধি এবং গ্রাম কমিটিরি প্রতিনিধিগণ ইউসিসিএ'র সদস্য)।

২। সকল স্তরের জনগণকে নিয়ে গঠিত হয় গ্রাম কমিটি (জিসি)। জিসি'র প্রতিমাসের সভায় (জিসিএম) গ্রামের উন্নয়নে সকল বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জিসির সভাপতি/সেক্রেটারী ইউসিসিএম এ উপস্থিত থাকেন এবং গ্রামের প্রয়োজনীয় বিষয় তুলে ধরেন।

৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউডিও মূল সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন।

মডেলের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য (Inherent Objectives) :

সাংগঠনিক যোগাযোগ, সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় সু-শাসন নিশ্চিতকরণ। সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীর মধ্যে অন্ত: ও বহির্মুখী যোগাযোগ সৃষ্টি ও জোরদারকরণসহ উন্নয়ন কর্মকান্ডে জন অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ।

চিত্রে লিংক মডেলের র্কমকৌশল (Working Mechanism of Link Model)

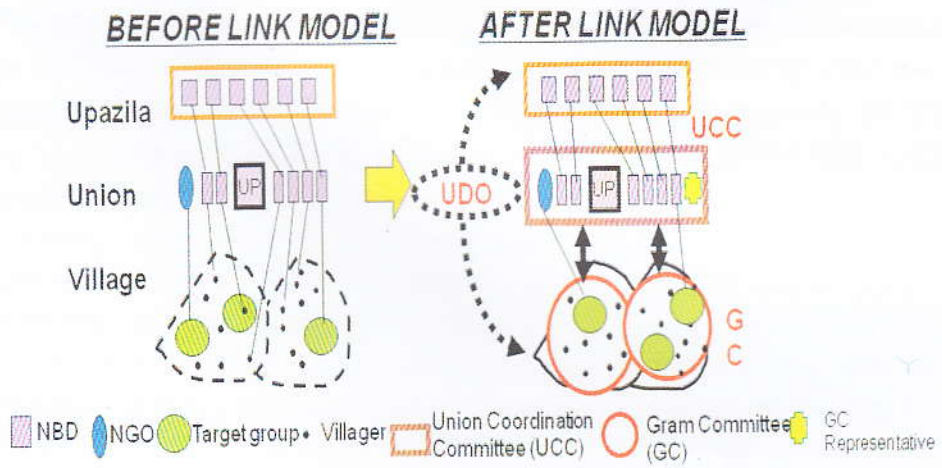

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

(১) ভূমিকা

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) পল্লী উন্নয়ন খাতে নিয়োজিত সরকারের সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ষাটের দশকে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কুমিল্লা কর্তৃক উদ্ভাবিত কুমিল্লা মডেলের "দ্বি-স্তর সমবায় পদ্ধতি" দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচি (আইআরডিপি) গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে আইআরডিপি'র সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে এবং পল্লী উন্নয়নে সমন্বিত প্রচেষ্টার গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৮২ সালে এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের উন্নয়ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) গঠন করা হয়। পল্লী এলাকায় সমবায় সমিতি গঠন, সমিতির সদস্যদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠনে উদ্বুদ্ধকরণ, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ প্রদান তথা সার্বিকভাবে গ্রামীণ জনগণকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে বিআরডিবি নিরলস কাজ করে চলেছে।

(২) ব্যবস্থাপনা

বিআরডিবি'র কার্যক্রম বিশেষতঃ নীতি নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের সফল বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে ২১ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং মহাপরিচালক, বিআরডিবি যথাক্রমে বোর্ডের সহ-সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী/সদস্য-সচিব। বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী সদর দপ্তরে স্থাপিত ৫(পাঁচ) টি বিভাগের মাধ্যমে বিআরডিবি'র সার্বিক কর্মকান্ড পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বিভাগগুলো হলো- (১) সরেজমিন বিভাগ, (২) পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, (৩) প্রশিক্ষণ বিভাগ, (৪) প্রশাসন বিভাগ ও (৫) অর্থ ও হিসাব বিভাগ। জেলা দপ্তরে উপপরিচালক ও উপজেলা দপ্তরে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

(৩) বিআরডিবি'র কর্মপ্রয়াস/ভাবাদর্শ

আত্মনির্ভরশীল ও দারিদ্র্যমুক্ত গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলার দর্শনশক্তি উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে বিআরডিবি'র উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রয়াস হচ্ছেঃ

- কুমিল্লা পদ্ধতির দ্বি-স্তর সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি (বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি);
- টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে নিজস্ব পুঁজি গঠন, সমবেত উদ্যোগের লক্ষ্যে গোষ্ঠি ভিত্তিক কর্মপ্রয়াস;
- আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি ভিত্তিক কার্যক্রম;
- সহজ শর্তে পুঁজি যোগানের লক্ষ্যে তদারকি ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান;
- প্রশিক্ষণ, সম্প্রসারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকরণ;
- সম্প্রসারণমূলক কর্মকান্ড যথাঃ স্বাস্থ্য-পুষ্টি, নিরাপদ পানি, সেনিটেশন, পরিবার পরিকল্পনা, গণশিক্ষা, এইচআইভি/এইডস্ এবং বৃক্ষ রোপন/বনায়ন প্রভৃতি সামাজিক খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে স্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৩.১ মূল কর্মসূচি

দ্বি-স্তর সমবায় ভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় পল্লীর ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের সংগঠিত করে তাদেরকে নিবিড় প্রশিক্ষণ, মূলধন গঠন, অব্যাহত ঋণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দেশে স্থায়ী খাদ্য নিরাপত্তা সৃষ্টিতে অবদান রাখা বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি'র মুখ্য উদ্দেশ্য। দেশের ৬৪টি জেলার ৪৮২ টি উপজেলায় বিআরডিবি'র মূল কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৪৫৯টি উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি (ইউসিসিএ) এবং ৮২৭৩৮টি গ্রামভিত্তিক সমবায় সমিতি (কেএসএস) গঠনের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত পল্লীতে বিশাল এক সমবায়ভিত্তিক সাংগঠনিক নেটওয়ার্ক তৈরী করা হয়েছে।

বর্তমান সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিআরডিবি পল্লী উন্নয়ন তথা পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। বর্তমান সরকারের আমলে বিআরডিবি'র সামগ্রিক কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপ:

১। সমবায় এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, বর্গাচাষী, বিত্তহীন, হতদরিদ্র, অবহেলিত এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠিকে সমিতি/দলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। উপকারভোগী সদস্যদের নিজস্ব পুঁজি গঠন ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

ক) সাংগঠনিক কার্যক্রম :

অঙ্গের নাম	অর্জন (জানুয়ারি ২০০৯-ডিসেম্বর ২০১৩)	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
সমিতি/দল গঠন	১২৫২২টি	১৯৫৮৩৭টি
সদস্য অন্তর্ভুক্তি	৫২০৭২০ জন	৫৮৭২৮৭৮ জন
শেয়ার আমানত জমা	৬০১.৬৫ লক্ষ টাকা	১১৯৩৮.৬৮ লক্ষ টাকা
সঞ্চয় আমানত জমা	১৪৫০২.১০ লক্ষ টাকা	৫৯১৫৩.১৩ লক্ষ টাকা

খ) ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম* :

অঙ্গের নাম	অর্জন (জানুয়ারি ২০০৯-ডিসেম্বর ২০১৩)	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
তহবিল প্রাপ্তি	--	৮৮৪৯০.৬৪ লক্ষ টাকা
ঋণ বিতরণ	৩৪৯৫২৩.৭৯ লক্ষ টাকা	১০৪৬৪৩৪.৫০ লক্ষ টাকা
ঋণ আদায়	৩৪৩২৬৫.৯৯ লক্ষ টাকা	৯৭২২৮৮.৬৫ লক্ষ টাকা
আদায়ের হার (আদায়যোগ্যের বিপরীতে)	৯৫%	৯৬%

* অবলুপ্ত কিন্তু বিআরডিবি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রকল্পসমূহের ঋণ কার্যক্রমের তথ্যসহ।

গ)) বিআরডিবি'র কৃষি উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন খাতে সুফলভোগী পর্যায়ে ক্ষুদ্রঋণের সিলিং বৃদ্ধি করে ২৫,০০০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘ) বিআরডিবি'র সুফলভোগী ঋণ গ্রহীতা সদস্যদেরকে কম্পিউটারাইজ্ ডিজিটাল ঋণ-কার্ড প্রদান করা হচ্ছে। এই কার্ডের মাধ্যমে সদস্যরা ঋণ গ্রহণ ও জমা প্রদান করতে পারছেন। বৃহত্তর ফরিদপুরের উপজেলাসমূহে 'উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচির (পিইপি)' আওতায় সুফলভোগীদেরকে ইতোমধ্যেই এ ডিজিটাল কার্ড বিতরণ করা হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম :

মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণ এর গুরুত্ব অপরিসীম। বিআরডিবি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং উপকারভোগীদের দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বিআরডিবি'র উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক) বিআরডিবি, বিজিএমইএ ও বিএফটিআই-এর মধ্যে সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তির ভিত্তিতে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সে (বিপিএটিসি) তৈরী পোশাক সংশ্লিষ্ট ৩টি ট্রেডে (সুয়েটার নিটিং, ওভেন ও নিটিং লিংকিং) দুই মাস মেয়াদী ১৪২ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে (বিআরডিবি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন সময়ের অগ্রগতি- বর্তমানে বাপার্ডে রূপান্তরিত)।

খ) বাঁশ, বেত ও পাটি শিল্প ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সে (বিপিএটিসি) ৩০ জন সুফলভোগীকে বাঁশ, বেত ও পাটি শিল্পের উপর ৫ দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে (বিআরডিবি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন সময়ের অগ্রগতি- বর্তমানে বাপার্ডে রূপান্তরিত)।

গ) কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সহযোগিতায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সে (বিপিএটিসি) বিদেশগামী ১০৯জন কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে (বিআরডিবি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন সময়ের অগ্রগতি- বর্তমানে বাপার্ডে রূপান্তরিত)।

ঘ) উপকারভোগীদের বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডের উপর (আইজিএ) ৮৯৬৬১ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৬০% নারী।

ঙ) বিআরডিবি'র বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২২৪৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে দক্ষতা উন্নয়ন, রিফ্রেসার্স কোর্স, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অগ্নি-নির্বাপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৭৬ জন বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

চ) বিআরডিবি বহির্ভূত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১৮৬৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ছ) বিআরডিবি এবং কোরীয় আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা (KOICA) এর যৌথ উদ্যোগে উপকারভোগীদের ৫৬৪ জন পোষ্যকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সেলাই কার্যক্রমে ৩৪৬ জন এবং সেনিটেশন, পরিবেশ উন্নয়ন ও পরিবার-পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে ৪২৩৬ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩। নারী উন্নয়ন :

নারী সমাজকে উৎপাদন ও উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় যুক্ত করে বিআরডিবি ১৯৭৫ সনে জাতীয় ভিত্তিক মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশে প্রথম মহিলাদের মধ্যে নিজস্ব পুঁজি গঠন ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। নারী উন্নয়নে বিআরডিবি'র অবদান নিম্নরূপ:

অঙ্গের নাম	অর্জন (জানুয়ারি ২০০৯-ডিসেম্বর ২০১৩)	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
সমিতি/দল গঠন	৩৪০টি	১০৭৩৫ টি
সদস্য ভর্তি	২৬৯৪৩জন	৩৮২১৫০ জন
মূলধন গঠন (শেয়ার ও সঞ্চয়)	১৬৭১.৬৩ লক্ষ টাকা	৬১৪৮.৫৪ লক্ষ টাকা
ঋণ বিতরণ	২৬৯১১.৪১ লক্ষ টাকা	৭৯৮১৭.৩৮ লক্ষ টাকা
ঋণ আদায়	২৬৭০৭.১০ লক্ষ টাকা	৭৩৭৮৮.০৫ লক্ষ টাকা
আদায়ের হার (আদায়যোগ্যের বিপরীতে)	৯৫%	৯৬%
উপকারভোগী	১৫৯৭৩৫ জন	৬৭১৭৬৭জন

৪। আইসিটি কার্যক্রম :

ক) আইসিটি নীতিমালা মোতাবেক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজস্ব খাতের আওতায় আইসিটি সংশ্লিষ্ট ৫৪৩টি পদ সৃজনসহ আইসিটি সেল গঠনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রস্তাবটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে।

খ) আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য সদরদপ্তরে একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ল্যাবে বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে।

গ) সরকারী নমুনা মোতাবেক বিআরডিবি'র ওয়েবসাইট (www.brdb.gov.bd) হালনাগাদ করা হচ্ছে।

ঘ) দাপ্তরিক যোগাযোগ, নথিপত্র প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য আদান-প্রদান এবং সংরক্ষণে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন, এমআইএস ছকে ৬টি জেলা থেকে পরীক্ষামূলকভাবে তথ্য ই-মেইল এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

ঙ) সদর কার্যালয় হতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম মূল্যায়ন এবং প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে।

চ) 'উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান কর্মসূচির (পিইপি)' এর ঋণ কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।

ছ) ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক তথ্য প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে এমআইএস অটোমেশনের আওতায় অন-লাইন ভিত্তিক সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায় হতে এমআইএস রিপোর্ট করা হচ্ছে।

জ) এটুআই প্রকল্পের আওতায় ন্যাশনাল-ই-সার্ভিস সিস্টেম এ বিদ্যমান সেবাসমূহকে ই-সেবায় রূপান্তরের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঝ) আইসিটি পলিসি/২০০৯ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ঞ) সদর দপ্তরে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে বর্তমানে ৪ এমপিপিএফ ব্যান্ডউইথ ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ট) কর্মকর্তাদের পিডিএস সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে।

ঠ) সদর দপ্তরে বিভিন্ন বিভাগ/শাখা ও জেলা দপ্তরের জন্য বিআরডিবি'র ওয়েব এড্রেস যুক্ত ই-মেইল আইডি ব্যবহার করা হচ্ছে।

ড) সদর দপ্তরে বিভিন্ন বিভাগ/শাখার চাহিদার আলোকে কম্পিউটার ক্রয় ও সরবরাহ করা হচ্ছে।

৫। **অবকাঠামো উন্নয়ন :**

ক) বিআরডিবি'র আওতায় উপজেলা পর্যায়ে ৬টি পল্লী ভবন নির্মাণসহ ৮০ টি ভবন মেরামত/সংস্কার ও সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এতে আর্থিক ব্যয় হয়েছে ৭৫৫.৮৯ লক্ষ টাকা।

খ) টাংগাইল মহিলা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট এর চারিপার্শ্বে ৫৬৩ বগর্ফুট দৈর্ঘ্যের প্রাচীর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এতে আর্থিক ব্যয় হয়েছে ৭.৮৩ লক্ষ টাকা।

গ) উত্তরাঞ্চলের হতদরিদ্রদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (উহদকনিক) প্রকল্পের আওতায় রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার ১৮টি উপজেলায় ১৮টি প্রশিক্ষণ কাম প্রদর্শনী কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। সেগুলো বর্তমানে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে আর্থিক ব্যয় হয়েছে ১৫৩.০৬ লক্ষ টাকা।

ঘ) বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় ১৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২২টি স্থাপনা/ভবন মেরামত এবং ১০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪টি স্থাপনা নির্মাণ ও ৩২০.০০ লক্ষ টাকার ভূমি উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে (বিপিএটিসি বর্তমানে বাপার্ডে রূপান্তরিত)।

ঙ) অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (পিআরডিপি-২) এর মাধ্যমে ২৭৩৫টি গ্রামীন ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়ন (স্কীম) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৬। **প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন ও অনুমোদন :**

ক) 'অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২', 'বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প', 'সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি', 'পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-২, 'Integrated Rural Employment Support Project for Poor Women (IRESPPW)' এবং 'অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুড়িগ্রাম জেলার দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে 'ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট, এমপাওয়ারমেন্ট, এওয়ারনেস এন্ড লাইভলীহুড প্রজেক্ট (IDEAL Project), কুড়িগ্রাম' বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গ) 'উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ কর্মসূচি (সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটির অনুমোদিত হয়ে ও জুন/২০১৩-তে বাস্তবায়ন সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির ২য় পর্যায়ের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। ইহা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

ঘ) 'পল্লী উদ্যোক্তা উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের আন্তঃ মন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় বরাদ্দ ব্যতিরেকে (প্রতিফলিত) প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ঙ) 'Strengthening of Capacity Building of BRDB' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে এবং এটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন।

চ) 'টাঙ্গাইল প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

ছ) জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট 'বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত প্রভাব উপযোগীকরণ ও এর বিরূপ প্রভাব হ্রাসকরণ প্রকল্প', 'এনহ্যান্সমেন্ট অব কোস্টাল লাইভলীহুড থ্রো স্মল এন্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ (এসএমই) ডেভেলপমেন্ট' ও 'পল্লী আবাসনের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প' তিনটি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

জ) 'Dependent & Insolvent Freedom Fighter's Employment, Reanimation, Empowerment and Need based Training Programme (DIFFERENT), শীর্ষক ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ঝ) 'অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩' এর খসড়া টিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এডিপি'র সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত আছে।

ঞ) 'বিআরডিটিআই জোরদারকরণ ও আধুনিকায়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ট) 'ইউসিসিএ জোরদারকরণ ও ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প', 'এনআরডিটিসি সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ প্রকল্প', 'বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের আইসিটি ও ই-সিটিজেন সার্ভিসেস উন্নয়ন প্রকল্প', 'উপকূলীয় এলাকায় ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি হতে সেচের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ প্রকল্প', 'আবশ্যকীয় উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ মৎস্য চাষ প্রকল্প', 'পল্লী আবাসন প্রকল্প (সমবায়)', 'বিআরডিবি'র আওতাধীন গুদামসমূহের (গোডাউন) আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প', 'এডভোকেসী অন ফ্যামেলী প্ল্যানিং, ট্রেনিং এন্ড পোস্ট-ট্রেনিং সাপোর্ট ফর এমপ্লয়মেন্ট এন্ড এমপাওয়ারমেন্ট অব রুরাল উইমেন' - প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্তসার দাখিল করা আছে।

বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কিছু তথ্যচিত্র

বিআরডিবি'র আওতায় সমবায়ীদের মধ্যে ঋণের সার্ভিস চার্জের উপর ভর্তুকি টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

যুব মেলায় বিআরডিবি'র স্টলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিআরডিবি'র ৪৪তম বোর্ড সভায় মাননীয় মন্ত্রী ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আঞ্চলিক সম্মেলনে সাবেক সচিব মহোদয়

বিআরডিটিআই সিলেটে ইউআরডিওদের মৌলিক প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান করছেন সচিব মহোদয়

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতনিবিনিময় করছেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

টাঙ্গাইল সদর উপজেলায় সুফলভোগীদের সাথে মতবিনিময়রত বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় রাজবাড়ী জেলার সদর উপজেলার শহীদ ওহাবপুর ইউনিয়নের ভার্মি কম্পোষ্ট সার (কেঁচো চাষ) প্রকল্প

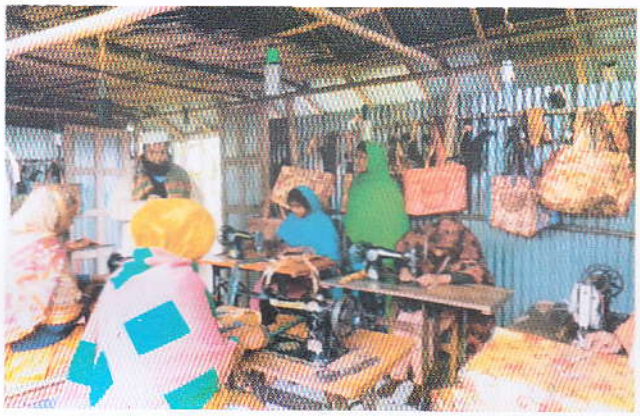

'উত্তরাঞ্চলের হত দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

'অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত পিঁয়াজের প্রদর্শনী প্লট

'অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ভুট্টার প্রদর্শনী প্লট

বিআরডিবি'র মহিলা সমবায় সমিতির তাঁত বুনন কার্যক্রম

পার্টিসিপেটরী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-২

অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২) এর জুলাই/২০০৯ থেকে ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত কার্যক্রমের অগ্রগতি :

১.	প্রকল্পের নাম	ঃ	অংশীদারিত্বমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২)		
২.	প্রকল্প এলাকা	ঃ	বাংলাদেশের ৬৪ জেলার ৮৫ উপজেলার ২০০ টি ইউনিয়ন		
৩.	প্রকল্প বরাদ্দ	ঃ	মোট বরাদ্দ	:	৬৮২১.৫৩ (লক্ষ টাকায়)
			জিওবি	:	৫০০.১৯ (লক্ষ টাকায়)
			জাইকা	:	১৩২১.৩৪ (লক্ষ টাকায়)
			জেডিসিএফ	:	৫০০০.০০ (লক্ষ টাকায়)
৪.	প্রকল্পের জুলাই/২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	ঃ		:	৫৫১২.৯০ (লক্ষ টাকা)
৫.	উপকারভোগীর সংখ্যা	ঃ	প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা- ৩০,০০,০০০ জন ডিসেম্বর/২০১৩ পর্যন্ত অর্জন ২০,৮৩,৫০০ জন। অর্জনের হার ৭০%।		
৬.	প্রকল্পের মেয়াদ ও জনবল	ঃ	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল মে, ২০০৫ থেকে জুন, ২০১৪ এবং মোট জনবলঃ ১৪৩ জন		
৭.	উপকারভোগীর মানদন্ড	ঃ	প্রকল্পভূক্ত গ্রামের ১৮ বছর থেকে তদূর্ধ্ব বয়সের পুরুষ এবং মহিলা।		

৮. কার্যক্রম ঃ

১। জিসি/জিসিএমঃ গ্রাম কমিটি মিটিং হচ্ছে গ্রাম পর্যায়ে সরকারী/বেসরকারী মাঠ কর্মীদের সাথে গ্রামবাসীদের গ্রাম উন্নয়নে তথ্য বিনিময় করার একটি ফোরাম, যা 'মিনি এ্যাসেম্বলী' হিসেবে বিবেচিত। গ্রাম কমিটি গঠনের প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা ১৮৩০ টি, ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত অর্জন ১৩৮৯ টি। গ্রাম কমিটির সভার প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা ৫৪৯০০ টি, ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত অর্জন ৩৬৬৯৬ টি।

২। ইউসিসি/ইউসিসিএমঃ ইউনিয়ন কো-অর্ডিনেশন কমিটি সভা হচ্ছে, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউপি সদস্য, সরকারী/বেসরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং গ্রামবাসীগণ কর্তৃক তথ্য বিনিময়/জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি অন্যতম ফোরাম, যা 'মিনি পার্লামেন্ট', হিসেবে বিবেচিত। ইউসিসি'র প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা ২০০ টি, ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত অর্জন ২০০ টি। ইউসিসিএম লক্ষ্যমাত্রা ৮৪০০, ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত অর্জন ৫৬৪৬।

৩। ক্ষুদ্র অবকাঠামো উন্নয়নঃ প্রকল্পভূক্ত গ্রামবাসী, ইউনিয়ন পরিষদ ও প্রকল্প সহায়তায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ক গ্রাম কমিটি (জিসি) স্কিম ও ইউসিসি স্কিম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। গ্রাম ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষুদ্র অথচ গ্রামবাসীদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের ভৌত অবকাঠামো জিসি স্কিম হিসেবে পাকা রাস্তা, কালভার্ট, সাঁকো, স্কুল মেরামত, লাইব্রেরী, ড্রেনেজ, টিউবওয়েল, স্যানিটারী ল্যাট্রিন, আর্সেনিক পরীক্ষাকরণ, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ইউসিসি স্কিম হিসাবে পিঠা মেলা, জাতীয় দিবস উদযাপন, বইমেলা, বৃক্ষমেলা, পরিষ্কার-পরিছন্ন বিষয়ক, পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি স্কিমসমূহ পিআরডিপি-২ এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। মূলত সে সকল ক্ষুদ্র স্কিমসমূহ সাধারণত জনগণের অংশগ্রহণ ও ইউপি'র সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ২৮১০ টি, ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত অর্জন ২১০৩ টি।

৪। মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ):

- আয় ও কর্মসংস্থানের সুবিধার্থে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ।
- বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে পারস্পরিক শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ।
- মাঠ পর্যায় থেকে গ্রামবাসীর চাহিদার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণের প্রকল্প লক্ষ্যমাত্রা ১৮২১৪০ জন, ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত অর্জন ১৬৬২৫০ জন। অর্জনের হার ৯১%।

পার্টিসিপেটরী রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (পিআরডিপি-২), বিআরডিবি'র কার্যক্রমের কিছু তথ্যচিত্র

পিআরডিপি-২ এর স্কীম পরিদর্শন করছেন বিআরডিবি'র মহাপরিচালক

পিআরডিপি-২ এর ন্যাশনাল সেমিনারে উপস্থিত অতিরিক্ত সচিব (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ) এবং জাইকা চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ড. তাকাও টোডা

পিআরডিপি-২ এর আঞ্চলিক সম্মেলনে, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সাবেক সচিব ড. মিহির কান্তি মজুমদার

জাইকা প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় বিআরডিবি'র মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল জলিল মিঞা

গত ২০/০৩/২০১৪ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিআরডিপি-২ এর জেসিসি (JCC) সভায় উপস্থিত পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার , জাইকা ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে আগত সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ

পিআরডিপি-২ কর্তৃক বাস্তবায়িত স্কীম ও প্রশিক্ষণের আলোকচিত্র

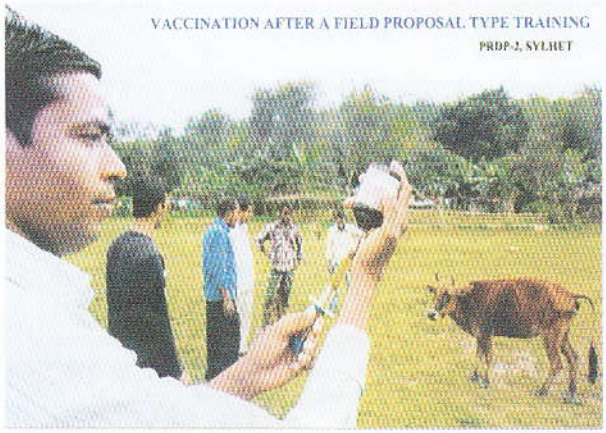

পিআরডিপি-২ কর্তৃক বাস্তবায়িত স্কীম ও প্রশিক্ষণের আলোকচিত্র

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)

বার্ড পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান তিনটি কাজ হল প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা। বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত ও আত্মপ্রত্যয়ী মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নকে বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকারের বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে বার্ডের উল্লেখযোগ্য কাজ ও অর্জনসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

ক) প্রশিক্ষণ

১। বার্ড বিগত পাঁচ বছরে (জানুয়ারি ২০০৯ হতে ডিসেম্বর ২০১৩) পল্লী উন্নয়ন, উন্নয়ন প্রশাসন ও স্থানীয় সরকারে নিয়োজিত প্রায় ১৬১৬৫ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়ন কর্মী ও জনপ্রতিনিধিকে প্রশিক্ষিত করেছে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ফলে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত উন্নয়ন প্রশাসক ও উন্নয়ন কর্মীদের সক্ষমতা পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তাঁরা পল্লী এলাকায় সেবা ও সার্ভিস প্রদানে আরও কার্যকর অবদান রেখে চলেছেন।

২। আলোচ্য সময়ে বার্ড বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য দু'মাসব্যাপী বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, এলজিইডি প্রকৌশলীদের জন্য দু'মাসব্যাপী বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স, জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেমসভুক্ত কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের কৃষি বিজ্ঞানীদের জন্য ৪ মাস ব্যাপী বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ এবং বিপিএটিসি'র বিসিএস ক্যাডারভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি আয়োজন করেছে।

বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত বিশেষ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মত বিনিময় করছেন মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া

৩। UZGP প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বার্ড চট্টগ্রাম, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন উপজেলার মোট ৪৫০ জন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানকে ১৬টি কোর্সের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করেছে। LGSP প্রকল্পের আওতায় ২৫টি উপজেলা রিসোর্স টীম (URT) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৮৭৩ জন উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এ ছাড়াও বার্ড ইউনিয়ন পরিষদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অনেকগুলো কোর্সও বাস্তবায়ন করেছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিশেষ করে উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে এ দু'টি প্রতিষ্ঠান স্থানীয় উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখছে। প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ গ্রামীণ এলাকায় আত্ম-কর্মসংস্থান, নারীর ক্ষমতায়ন, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে অধিকতর অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

৪। অতীতের ধারাবাহিকতায় বার্ড আলোচ্য সময়ে Afro-Asian Rural Development Organisation (AARDO) এবং বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৪টি এবং Commonwealth Secretariat (COMSEC) এর অর্থায়নে একটি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে। তা'ছাড়া আফগানিস্থানের Ministry of Rural Rehabilitation and Development (MRRD) এর কর্মকর্তাদের জন্যও একটি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করেছে।

Micro Credit Delivery System and Good Governance for Rural Development শীর্ষক আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশনে সনদপত্র বিতরণ করছেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ মসিউর রহমান

৫। পাবলিক সার্ভিস ডেলিভারি উন্নয়নের লক্ষ্যে বার্ড সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য TQM বিষয়ে কয়েকটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে। সর্বশেষ কোর্সের মাধ্যমে কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার সরকারি কর্মকর্তাদের TQM প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

খ) গবেষণা

১। বার্ডের অন্যতম কাজ গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমাধান উদ্ভাবন ও ফলাফল সম্প্রসারণ। সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের অগ্রাধিকারসমূহের আলোকে বার্ড বিবেচ্য সময়ে প্রায় ৪০টি গবেষণা সম্পন্ন করেছে। AARDO, COMSEC এবং CIRDAP এর চাহিদার প্রেক্ষিতেও বার্ড কয়েকটি গবেষণা সম্পন্ন করে। বর্ণিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী এলাকার উন্নয়নের হালচিত্র, সমস্যা ও সম্ভাবনা জানা সম্ভব হয়েছে। গবেষণার ফলাফল বার্ডের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ব্যবহারের ফলে সরকারী-বেসরকারী কর্মকর্তা ও উন্নয়ন কর্মীগণ গ্রামের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য পেয়েছেন।

২। আলোচ্য সময়কালে বার্ড ক্ষুদ্র ঋণ, সমবায়, পল্লী উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষি উন্নয়ন, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, স্থানীয় সরকার, সুশাসন, গ্রামীণ পণ্য বাজারজাতকরণ, কৃষি পণ্যের ভেল্যু চেইন বিশ্লেষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ এলাকায় স্বাস্থ্য-সেবা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কৃষকদের ভূমিকা, কৃষকদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, মহিলা উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা, প্রান্তিক মৎস্যজীবীদের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করেছে।

গবেষণার ফলাফল থেকে ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার, প্রভাব ও বিরাজমান সমস্যাসমূহ; কৃষি উপকরণ ও সেবা প্রদানে সুশাসন পরিস্থিতি, গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবা, কৃষি পণ্য বাজারজাতকরণের সমস্যা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বিশেষ করে বয়স্কভাতা কার্যক্রম ভিজিটি ও ম্যাটারনিটি এ্যালাউন্স-এর প্রভাব, উপজেলা পরিষদের ভূমিকা, গ্রামীণ দারিদ্র্যের বিদ্যমান অবস্থা, সমবায়ের সমস্যা ও সম্ভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশ্লেষণমূলক তথ্য পাওয়া গেছে যা কর্মশালা, সেমিনার ও প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট মহলে তুলে ধরা হয়েছে।

গ) **উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প :**

বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত বার্ড বাংলাদেশ সরকার ও বৈদেশিক সংস্থার অর্থায়নে তিনটি উন্নয়ন প্রকল্পসহ ১৪টি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন করে চলেছে। বর্ণিত প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম আত্ম-কর্মসংস্থান, গ্রামীণ পুঁজি সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে জোরালো ভূমিকা রেখেছে। বার্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বার্ডের ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

১। বার্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়িত ভৌত অবকাঠামো সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে ১টি মহিলা হোষ্টেল, ১টি আন্তর্জাতিক হোষ্টেল, ১টি গেস্ট হাউজ এবং ১টি আইটি ল্যাব ও কনফারেন্স সুবিধাসম্বলিত ভবন নির্মাণ, একটি অডিটরিয়াম নির্মাণ, একটি গভীর নলকূপ স্থাপন, ক্রীড়া ও বিনোদন কেন্দ্রের উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রমের ফলে প্রশিক্ষণ আয়োজনের ক্ষেত্রে বার্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এ সকল সুবিধা কাজে লাগিয়ে বার্ড পূর্বের তুলনায় অধিক সংখ্যক প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মশালা/ সেমিনার আয়োজন করছে। আলোচ্য সময়ে উক্ত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে প্রায় ১১,৭৫,০০,০০০.০০ (এগারো কোটি পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য দুই ইউনিট বিশিষ্ট তিনতলা দু'টি ভবন নির্মিত হয়েছে। একটি গেস্ট হাউজ ও দু'টি উন্নতমানের হোস্টেল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে, এর ফলে দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণার্থী ও গবেষণার উদ্দেশ্যে আগত প্রশিক্ষণার্থী ও অতিথিবর্গের আবাসন সমস্যার সমাধান হওয়ায় পল্লী উন্নয়ন, গবেষণা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অগ্রগতি হচ্ছে। একটি আন্তর্জাতিক মানের অডিটরিয়াম নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত অডিটরিয়ামে পল্লী উন্নয়ন, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণার জন্য আগত প্রশিক্ষণার্থী, অতিথিবর্গের সভা, সেমিনার ও অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

নবনির্মিত ভিআইপি গেস্ট হাউস

২। বার্ডের বিভিন্ন ভবন সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্প-এর মাধ্যমে বার্ডের পরিত্যক্ত ১নং ও ২নং হোস্টেলের মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে দেশী-বিদেশী অতিথি ও প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। বার্ডের ১৬ টি একতলা স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কার ও মেরামত করা হয়েছে। ফলে নতুন ভবন নির্মাণের প্রয়োজন হয়নি, এতে নির্মাণ ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে ও বাসিন্দাদের আবাসন ব্যবস্থার সহায়ক হয়েছে। বার্ডের অফিস ভবনসমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় ভবনের মেরামত, সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এতে অফিস ভবন ব্যবহারের ও অফিস কার্যক্রমে সহায়ক হয়েছে। বার্ডের ২ নং ক্যাফেটেরিয়ার দো'তলা বর্ধিতকরণ ও রান্নাঘর সম্প্রসারণ/নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এতে দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষণার্থী ও অতিথিবর্গের আপ্যায়নের ক্ষেত্রে চলমান সমস্যার বিষয়টি সমাধান হবে। উপরোক্ত সংস্কার ও মেরামত কাজ সম্পাদনে প্রায় ১,৮০,০০,০০০.০০ (এক কোটি আশি লক্ষ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

বার্ডের নবনির্মিত ক্যাফেটেরিয়া-৩ এর শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার

৩। KOICA এর আর্থিক সহায়তায় বার্ড কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছে। বুড়িচং উপজেলায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের মাধ্যমে বুড়িচং উপজেলায় স্কুল, কালভার্ট, রাস্তা ও কম্যুনিটি সেন্টার নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

৪। কৃষকদের জন্য একটি কার্যকর কৃষি বীমা মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় বার্ড কৃষি বীমা বিষয়ক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। কৃষি বীমা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলার কার্যকর কৌশল উদ্ভাবনের কাজ শুরু হয়েছে।

৫। বার্ড IRRI ও Australian CIMMYT এর সাথে যৌথভাবে Sustainable Intensification of Rice Maize Production System in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন করছে। প্রায়োগিক গবেষণাটি কৃষির বহুমুখী যান্ত্রিকীকরণ, রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীলতা কমানো ও কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জমির উর্বরতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল রেখে চলেছে।

IRRI CIMMYT ও বার্ড কর্তৃক যৌথভাবে বাস্তবায়িত Sustainable Intensification of Rice Maize Production System প্রকল্পের আওতায় জমিতে বেড তৈরীর জন্য বেড প্ল্যানার ব্যবহার করা হচ্ছে

৬। বার্ড এবং Japan Association for Drainage and Environment (JADE) যৌথভাবে কুমিল্লা জেলায় ইকো-সেনিটেশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। বিবেচ্য সময়ে জাইকা'র সহায়তায় কুমিল্লা জেলার ৫টি গ্রামে ১০০টি ইকোটয়লেট স্থাপন করা হয়েছে। ইকো-সেনিটেশন প্রকল্পটি গ্রামপর্যায়ে পরিবেশবান্ধব ইকোটয়লেট প্রবর্তনের মাধ্যমে মানব বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন করে কৃষি জমিতে প্রয়োগে কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে এ জৈব সার প্রকল্প এলাকায় রাসায়নিক সারের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে এনেছে।

৭। ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় বার্ড চৌদ্দগ্রাম ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলায় উপজেলা পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

চৌদ্দগ্রাম ও ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার জন্য ''উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা'' প্রণয়ন করা হয়েছে যা স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণভিত্তিক উপজেলা পরিকল্পনা প্রণয়নের মডেল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৮। The Spanish Agency or International Cooperation and Development এবং ETEA Foundation, Spain এর আর্থিক সহায়তায় বার্ড কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার খোশবাস ইউনিয়নে "Strengthening of Institutional Capabilities and Rural Population for Territorial Development in Chittagong" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণ, ইউনিয়ন ডাটাবেইস তৈরী, গ্রাম পর্যায়ে দক্ষ জনবল তৈরী ও সম্পদ সৃষ্টিতে প্রকল্পটি ইতিবাচক অবদান রেখেছে। কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার খোশবাস ইউনিয়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পটি ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণ, ইউনিয়ন ডাটাবেইস তৈরী, গ্রাম পর্যায়ে দক্ষ জনবল তৈরী ও সম্পদ সৃষ্টিতে ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছে।

The Spanish Agency for International Development and Cooperation এর আর্থিক সহায়তায় বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত Strengthening of Institutional Capabilities and Rural Population for Territorial Development in Chittagong শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীকে পাওয়ার টিলার প্রদান করা হয়

The Spanish Agency for International Development and Cooperation এর আর্থিক সহায়তায় বার্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত Strengthening of Institutional Capabilities and Rural Population for Territorial Development in Chittagong শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের হস্ত ও কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়

৯। DFID ও CBMS Network ফিলিপাইনের অর্থায়নে সেপ্টেম্বর ২০১৫ মেয়াদে Institutionalization of Local Level Poverty Monitoring System শীর্ষক গবেষণা বাস্তবায়িত হবে। এটি বাস্তবায়নের ফলে টেকসই পল্লী উন্নয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের (ইউনিয়ন পরিষদের) প্রাক-প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে গ্রামের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে।

১০। বার্ড জাইকা (JICA) এর অর্থায়নে Action Research Disseminating the Concept of TQM for Providing Quality Services in Social Service Delivery System in the Public Sector বিষয়ক একটি প্রায়োগিক গবেষণা বাস্তবায়ন করছে।

ঘ) তথ্য প্রযুক্তি (ICT) কার্যক্রম

১। জুলাই ২০০৯ থেকে বার্ড "পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ" শীর্ষক একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। ইউনিয়ন পরিষদকে কেন্দ্র করে আইসিটি প্লাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত এর সেবা সরবরাহ করার লক্ষ্যে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার পূর্ব জোড়কানন ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় ICT-র বহুমুখী ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে সরকারী সেবাসমূহে জনগণের প্রবেশাধিকার পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ICT-র ব্যবহারে গ্রামীণ জনগণ অভ্যস্ত হচ্ছে।

পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্পের উদ্যোগে প্রকল্প এলাকা জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়নের সুবিধাভোগী যুবকদের জন্য আয়োজিত বেসিক কম্পিউটার ও ইন্টারনেট পরিচিতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম। মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন বার্ডের প্রাক্তন মহাপরিচালক জনাব মোঃ আতাউর রহমান, অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ মীর কাসেম

২। বিগত ৫ বছরে বার্ডে আইসিটি সুবিধাসমূহ লক্ষ্যণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১টি পৃথক আইটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে রয়েছে ৫০টি কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগসহ একটি কম্পিউটার ল্যাব এবং কনফারেন্স সিস্টেমসহ ১টি সম্মেলন কক্ষ। এছাড়াও LAN ও Wi-Fi চালু করা হয়েছে। বার্ডের ICT সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণের ফলে বার্ডের অভ্যন্তরে এবং মন্ত্রণালয়সহ বহিঃসংস্থার সাথে দাপ্তরিক যোগাযোগের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রডব্যান্ড সংযোগের ফলে অনুষদ সদস্যবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দের একাডেমিক কাজে গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বার্ডের ওয়েবসাইটটি আলোচ্য সময়ে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করা হয়েছে। বার্ডে ওয়াইফাই (Wi-Fi) চালুর ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে। LAN চালুর ফলে প্রশাসনিক ও একাডেমিক কাজের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন এসেছে।

৩। একাডেমীর সকল অনুষদ সদস্য এবং শাখা পর্যায়ে ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৪। Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এর আর্থিক সহায়তায় বার্ডের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে বার্ডের আইসিটি সুবিধা সম্প্রসারণসহ অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনবল উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব এম এ কাদের সরকারকে বার্ডের মহাপরিচালক ক্রেস্ট প্রদান করছেন

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী পরিদর্শন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় সচিব জনাব এম এ কাদের সরকার

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সরকারী নীতি নির্ধারণে সহায়তা, ইত্যাদি কাজ ১৯৭৪ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সময় বগুড়ায় আঞ্চলিক পল্লী উন্নয়ন একাডেমী নামে যে প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করেছিল, ১৯৯০ সালে তা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া হিসেবে জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লীর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। একাডেমীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। একাডেমী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উল্লিখিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে। একাডেমীর মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও এডভাইজারি সার্ভিসেস। একাডেমীর উপর অর্পিত এ সমস্ত কর্মকান্ডের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতি অর্থবছরের শুরুতে বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনের আয়োজন করা হয়ে থাকে। বর্তমানে আরডিএ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম শুধু অব্যাহতই রাখেনি বরং এর কর্মকান্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত জানুয়ারী ২০০৯ থেকে জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে ১২১৪ টি ব্যাচে মোট ৫২,৬৯২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ৫৯টি গবেষণা কর্মকান্ড সম্পন্ন ও ৫১টি গবেষণা কর্মকান্ড চলমান রয়েছে।

আরডিএ, বগুড়া খবারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব মহোদয়কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন

অপর দিকে প্রায়োগিক গবেষণার আওতায় বিগত জানুয়ারী ২০০৯ হতে জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত ৬টি, রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১টি, ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ডের অর্থায়নে ১টি এবং এডিপি বহির্ভূত ১১টি সহ মোট ১৯টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও এডিপিভুক্ত ৮টি প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আরডিএ উদ্ভাবিত মডেলসমূহের অর্জিত সাফল্যসমূহ মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং ধারাবাহিকতা তথা প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠালাভ করে। এ ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে আরডিএ উদ্ভাবিত পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক বিভিন্ন মডেল মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে একাডেমির পরিচালনা পর্ষদ (বিওজি) একাডেমির প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে আরো ৬টি বিশেষায়িত সেন্টার যেমন- (১) ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (CRD), (২) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার (SBC), (৩) রিনিউএবল এনার্জি গবেষণা সেন্টার (RERC), (৪) চর উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র, (৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (CDC) এবং (৬) পল্লী পাঠশালা সেন্টার একাডেমিতে প্রতিষ্ঠার অনুমোদন প্রদান করে পল্লী উন্নয়নের ধারাকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। আরডিএর অতীতের প্রকল্প বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং এমডিজি ও পিআরএস/এনএপিআর/৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কযুক্ত নতুন নতুন প্রকল্পের ধারণার অনুসন্ধান করা, বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বে আরডিএ উদ্ভাবিত

সেচ, পানি ব্যবস্থাপনা ও আর্সেনিক দূরীকরণ পদ্ধতি, কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তি, পল্লী ফসল ক্লিনিক, দ্বি-স্তর কৃষি ও সৌরশক্তি নির্ভর সেচ, রেইজড বেড পদ্ধতি, বহুতল বিশিষ্ট পল্লী আবাসন মডেলের প্রতিষ্ঠাকরণ ও সম্প্রসারণসহ নানামুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড আরডিএ-র ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল পরিকল্পনায় রয়েছে।

পল্লী উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ AARDO Award-২০১২

বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া আফ্রিকান-এশিয়ান ২৯টি দেশের পল্লী উন্নয়ন সংস্থা AARDO কর্তৃক পল্লী উন্নয়নে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ AARDO Award-2012 অর্জন করেছে। গত ৫ মার্চ, ২০১২ তারিখে ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত AARDO-এর ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এর উপস্থিতিতে আরডিএ-এর মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব এম এ মতিন পুরস্কারটি গ্রহণ করেন।

IDB এর মাননীয় প্রেসিডেন্টকে আরডিএ উদ্ভাবিত ৭টি মডেল সম্পর্কে অবহিত করছেন আরডিএ মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব এম এ মতিন

ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB) বার্ষিক সম্মেলন-২০১২, উপলক্ষে আয়োজিত IDB Innovation Exhibition: 2013 তে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে আরডিএ উদ্ভাবিত ৭টি মডেল প্রদর্শন করা হয়। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, অর্থ সচিব জনাব ফজলে কবির এবং একাডেমীর মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব এম এ মতিন উপস্থিত ছিলেন। IDB এর মাননীয় প্রেসিডেন্টকে আরডিএ উদ্ভাবিত ৭টি মডেল সম্পর্কে অবহিত করেন আরডিএ মহাপরিচালক জনাব এম এ মতিন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশে বান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পল্লী উন্নয়ন একাডেমির বর্তমান মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব এম এ মতিন-কে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি হিসেবে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৫ (স্বর্ণপদক) প্রদান করেন এবং কৃষি বিজ্ঞান বিভাগের পরিচালক জনাব একেএম জাকারিয়া-কে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪১৭ (রৌপ্যপদক)প্রদান করেন।

বাংলাদেশে প্রথম বারের মত পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একবছর মেয়াদী পল্লী উন্নয়নে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা-ইন-রুরাল ডেভেলপমেন্ট (পিজিডিআরডি) কোর্স চালু করেছে। গত ০৪/০৪/২০১১ তারিখে শুরু হয়ে ৩০/০৩/২০১২ তারিখে ১ম ব্যাচের কার্যক্রম সুসম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ২য় ব্যাচের কার্যক্রমও সমাপ্তির পথে।

আরডিএ উদ্ভাবিত কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট বর্তমানে দেশের জ্বালানী শক্তির ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানী শক্তির বিকল্প ব্যবহারের লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ ও উন্নত জৈব সার উৎপাদন বিষয়ক একটি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় দেশের ১১২টি এলাকায় কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যেমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারী/১৪ মোট ৬৫টি এলাকায় উক্ত ব্যায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত প্লান্টগুলি থেকে প্রতিদিন গড়ে ২০১৮ ঘন মিটার বায়োগ্যাস উৎপাদিত হয়। প্রকল্পের সুফলভোগীগণ বিকল্প জ্বালানী হিসেবে বায়োগ্যাস রান্না-বান্না কাজে ব্যবহার করছে এবং একাডেমির নিকটবর্তী উপ-প্রকল্প থেকে এ পর্যন্ত ১৪৫০০ ঘন মিটার গ্যাস আরডিএ-র মাদার স্টেশনে আনা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিদিন গড়ে ১১ টন জৈব সার উৎপাদিত হচ্ছে এবং দ্রুত পরিসরে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রতিটি বায়োগ্যস প্লান্ট হতে স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ব্যবহৃত হচ্ছে। সর্বমোট ৭০০৪ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করা হয়েছে। বায়োগ্যাস প্লান্টের জন্য গোবর নিশ্চিতকরণের সুবিধার্থে সুবিধাভোগীদের মাঝে বর্গা প্রথায় গবাদিপশু পালন ও মোটাতাজাকরণ কর্মকান্ডে মোট ৭১৬ টি গরু প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় গবাদিপশু পালন কার্যক্রম

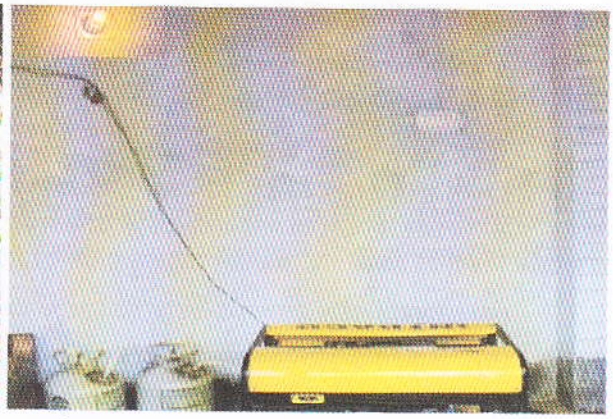

কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্লান্টের বহুমুখী ব্যবহার কার্যক্রম

কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্লান্টের বহুমুখী ব্যবহার কার্যক্রম

আরডিএ উদ্ভাবিত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচির উদ্বোধন গত ২৪ আগষ্ট, ২০১৩ তারিখে আরডিএ-র বায়োগ্যাস প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সাবেক প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার রাউতারা গ্রামের কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সাবেক মাননীয় সংসদ সদস্য, সিরাজগঞ্জ-৬, জনাব চয়ন ইসলাম, মিল্কভিটার চেয়ারম্যান, জনাব হাসিব খান (তরুণ), এবং একাডেমীর মহাপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব এম এ মতিন সহ আরডিএ'র অনুষদ সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আরডিএ উদ্ভাবিত কমিউনিটি বায়োগ্যাস প্রযুক্তির মাধ্যমে গ্রামীণ পাইপ লাইনে গ্যাস সরবরাহ ও বিদ্যুৎ কর্মসূচির উদ্বোধন

পানি সম্পদ উন্নয়নে সিআইডব্লিউএম, আরডিএ, বগুড়া-র সাফল্য

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় Aus-AID/HYSAWA ফান্ডের অর্থায়নে আরডিএ উদ্ভাবিত গ্রামীণ নিরাপদ পানি সরবরাহ মডেল দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সম্প্রসারণ।

HYSAWA ফান্ডের অর্থায়নে সিআইডব্লিউএম কর্তৃক ইতোমধ্যে দক্ষিণাঞ্চলের ৩টি জেলা যথা- খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরার লবণ প্রবণ এলাকার ৮১টি ইউনিয়নে প্রাথমিকভাবে মিঠা পানির উৎস অনুসন্ধান ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করে। এ এলাকার পানীয় জলের সমস্যা সামাধানে একাডেমি নিম্নবর্ণিত তিনটি পন্থা অবলম্বন করার সুপারিশ করেছে:

(ক) শুধুমাত্র গভীর নলকূপ ও ওভারহেড ট্যাংকের মাধ্যমে পানি সরবরাহ;

(খ) আয়রন ও আর্সেনিকমুক্তকরণ প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ;

(গ) লবণাক্ত এ্যাকুইফার হতে আরো পদ্ধতি ব্যবহার করে নিরাপদ পানি সরবরাহ; এবং

(ঘ) ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎসের অনুপস্থিত এলাকায় ভূ-উপরিস্থ পানি সংগ্রহ ও পরিশোধনপূর্বক নিরাপদ পানি সরবরাহ।

দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লিখিত ৩টি জেলার ৮১টি ইউনিয়নের ৮১টি গ্রামে গ্রামীণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে মিঠা পানি সরবরাহের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩৬টি গ্রামে গ্রামীণ পাইপ লাইনের মাধ্যমে মিঠা পানি সরবরাহ হচ্ছে। যেখানে প্রতিটি গ্রামে ৫০০টি পরিবার নিরবিচ্ছিন্নভাবে নিরাপদ খাবার পানি গ্রহণের সুযোগ ভোগ করছে।

HYSWA ফান্ডের সিআইডব্লিউএম, আরডিএ কর্তৃক দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে মিঠা পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

(২) বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প সাভার, ঢাকায় দেশের প্রথম পরিবেশ বান্ধব চামড়া শিল্প নগরী স্থানান্তরের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। উক্ত ট্যানারী শিল্প নগরীতে ধলেশ্বরী নদী/ভূ-গর্ভস্থ পানি পরিশোধনপূর্বক ট্যানারী ও খাবার পানির গুণগতমানে পানি সরবরাহের দায়িত্ব আরডিএ, বগুড়াকে প্রদান করা হয়। যেখানে একাডেমি ওভারহেড ট্যাংক ব্যতিরেকে Pressurized পদ্ধতিতে ঘন্টায় ৯৫০ ঘনমিটার পানি সরবরাহের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটি একাডেমীর সেচ প্রকৌশলীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করায় মাত্র তিন ভাগের একভাগ ব্যয়ে (মোট টাকা ২৪৬২.৮৪ ল) সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

বিসিক ট্যানারী, সাভার, ঢাকায় সিআইডব্লিউএম, আরডিএ কর্তৃক ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট (প্রতিদিন ৯৫০ ঘনমিটার ক্ষমতা সম্পন্ন) স্থাপন কাজের উদ্বোধন করছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব দিলীপ বড়ুয়া

(৩) বড় পুকুরিয়া কয়লাখনি ও তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সেচ ও নিরাপদ পানি সরবরাহ। বড় পুকুরিয়া কয়লাখনি নির্ভর তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের স্থাপিত গভীর নলকূপ হতে অবিরাম পানি উত্তোলনের ফলে ঐ অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ এ্যাকুইফার নিম্নগামী হওয়ায় পার্শ্ববর্তী পাঁচটি গ্রামে পানীয় জলের তীব্র সংকট দেখা দেয়। একাডেমীর ৩৭তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র নিজস্ব অর্থায়নে ক্ষতিগ্রস্ত ইউসুফপুর গ্রামে গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই মডেলে নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত আরো ০৪ (চার) টি গ্রামে (উত্তর শেরপুর, দণি শেরপুর, দুধিপুর এবং মধ্য রামভদ্রপুর) সিআইডব্লিউএম, আরডিএ, বগুড়া বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) অর্থায়নে সেচ ও নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে। দীর্ঘ দিনের পানীয় জলের অভাব মেটানো সম্ভব হয়েছে।

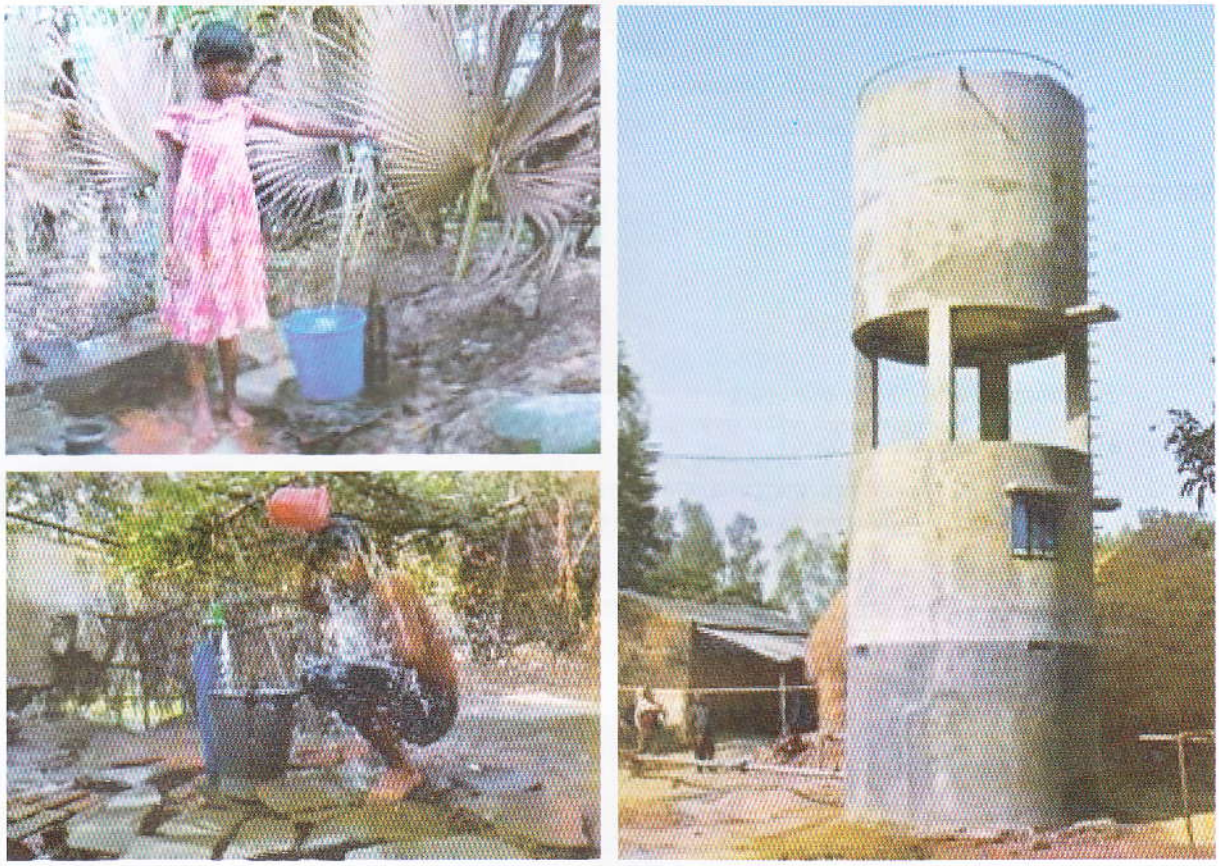

সিআইডব্লিউএম, আরডিএ কর্তৃক বড় পুকুরিয়া কয়লাখনি ও তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পার্শ্ববর্তী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা

(৪) আরডিএ-ঋণ কার্যক্রম

পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি প্রায়োগিক গবেষণাধর্মী কর্মকান্ড। সাধারণত: দেখা যায় দেশের পৌর এলাকায় ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সম্ভব হলেও দেশের পল্লী এলাকায় সরকারীভাবে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে পানি সরবরাহের বিল পরিশোধের ক্ষমতা/মানসিকতা নেই। এ লক্ষ্যে পল্লীর মানুষের জীবন জীবিকা উন্নয়নের জন্য আরডিএ, বগুড়ার পানির বহুমুখী ব্যবহারের সাথে আরডিএ ঋণ কার্যক্রম একটি যুগোপোযোগী পদক্ষেপ। গ্রামের মানুষের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণোত্তর সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে তাদের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান ও বাড়তি আয় নিশ্চিত হওয়ায় পানির বিল পরিশোধের সমতা ও মানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি

- এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সিআইডাব্লিউএম কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ১৪০টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- সীড ক্যাপিটাল বাবদ মোট ২০২০.১৯ লক্ষ টাকা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। উক্ত টাকা ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে মোট ৫১৮৮.৮০ লক্ষ টাকা ১২৬৪৫ (পুরুষ- ৭২৮১ এবং মহিলা- ৫৩.৭৪) জন সদস্যের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- ঋণ আদায়ের হার ৯৩.২৯%।
- আরডিএ ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ যাবৎ ১৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর সরাসরি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ১৭,৮৩১ জন সুবিধাভোগীর আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সেন্টারের নিজস্ব আয় থেকে প্রায় ২৩৯ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া পরিদর্শনে সচিব
জনাব এম এ কাদের সরকার

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনায় ১৯৯৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প হিসেবে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সের যাত্রা শুরু হয়। ১ জুলাই ১৯৯৭ হতে ৩০ জুন ২০০৪ পর্যন্ত মেয়াদে বিআরডিবি'র আওতায় একটি প্রকল্পের অধীনে সর্বমোট ২৪৭৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০.১৪ একর জায়গার উপর কমপ্লেক্সটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গঠনে জাতির পিতার অবদানের স্মরণে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ করা হয় ''বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স''। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮ মে ১৯৯৯ তারিখে কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন এবং ১৩ জুলাই ২০০১ তারিখে এর শুভ উদ্বোধন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৮ মে ১৯৯৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

বাপার্ড উন্নীতকরণ

পরবর্তীতে জাতীয় ও আন্তর্জার্তিক বৃহৎ পরিসরে পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকরী অবদানের জন্য কমপ্লেক্সটিকে একটি স্ব-শাসিত একাডেমিতে উন্নীত করা হয়। ১৬ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)- এর উদ্বোধন করেন। ২০১২ সনের ৮ মার্চ তারিখে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) -এর গেজেট প্রকাশিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৬ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

একাডেমির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী :

- ⇨ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষণার জন্য Centre of Excellence এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারের অন্যতম ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করা;
- ⇨ দেশের জাতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- ⇨ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, কর্মশালা, সেমিনার ইত্যাদি পরিচালনা করা;
- ⇨ কৃষি, শিক্ষা, উপকূলীয় ও জোয়ারভাটা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিষয়ে প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করা;
- ⇨ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত দেশী ও বিদেশী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্য পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা বা গবেষণা কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা;
- ⇨ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করা;
- ⇨ কৃষি কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসন ও কৃষি শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার মূলধারায় আনয়নের লক্ষ্যে গবেষণা করা;
- ⇨ গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা, নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের জন্য গবেষণা করা।

একাডেমির জনবল :

সরকারের বিগত ৫ বছর সময়ের মধ্যে ভূতপূর্ব বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স- এর ৬৩টি পদ (কর্মরত ৩৫ জনবলসহ) ০২/০২/২০১০ তারিখে বিআরডিবি'র আওতায় রাজস্ব বাজেটে অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি একাডেমিতে উন্নীত হলে ১ জন মহাপরিচালক, ০৩ জন পরিচালকসহ মোট ১০০টি পদ রাজস্ব খাতে সৃজন করা হয়। ইতোমধ্যে সরকারের ১ জন যুগ্ম সচিব মহাপরিচালক হিসেবে যোগদান করেছেন। বর্তমানে কর্মচারী চাকুরী নিয়োগবিধি ও প্রবিধানমালা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ
(সাবেক বঙ্গবন্ধু পিএটিসি)
২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ অগ্রগতি

আয়োজক সংস্থা	প্রশিক্ষণের বিবরণ	প্রশিক্ষণার্থী/ অংশগ্রহণকারীর ধরণ	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী/ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
বঙ্গবন্ধু পিএটিসি/ জিও/এনজিও	আইজিএভিত্তিক প্রশিক্ষণ (কৃষি, মৎস্য, পশু পালন, কম্পিউটার, হস্তশিল্প ও পোশাক তৈরী , হাউজ ওয়্যারিং ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ)	বেকার যুবক ও যুব মহিলা, দুস্থ, বিত্তহীন সুফলভোগী	২৫৬	১০,২৫০ জন
বঙ্গবন্ধু পিএটিসি/ জিও/এনজিও	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	কর্মকর্তা/কর্মচারী	২৪	৭১২
উপমোট			২৮০	১০,৯৬২
জিও/এনজিও	কর্মশালা/ওরিয়েন্টশন	জিও/এনজিও কর্মী	-	৬,৪৯৩
সর্বমোট	-	-	-	১৭,৪৫৫

বাপার্ড এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রকল্প :

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)-এর সম্প্রসারণ, সংস্কার ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে একটি সংশোধিত প্রকল্প গ্রহণ করা। প্রকল্পটি (আরডিপিপি) গত ০২/০৪/২০১৩ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২২৭৪৮.৬৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদঃ ২০১০-২০১৬।

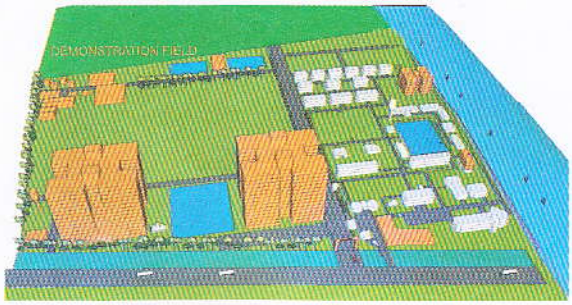

বাপার্ড এর প্রস্তাবিত দুটি ২০ তলা ভবনসহ অন্যান্য ভবনের নকশা

প্রকল্পের অগ্রগতি :

২০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটিতে অনুমোদিত হয়েছে। শীঘ্রই জেলা প্রশাসন হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। ২৮-১১-২০১৩ তারিখে বাপার্ড এর বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বিষয়ে এলজিইডি এর সাথে একটি MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক ১নং ২০তলা প্রশাসনিক ভবনের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নকশার আলোকে এলজিইডি Structural Design এর কাজ করছে। এলজিইডি ডিজিটাল সার্ভের কাজ সম্পন্ন করেছে। এর ভিত্তিতে স্থাপত্য অধিদপ্তর মাস্টার প্ল্যান তৈরী করবে। এলজিইডি Soil Test এর কাজ করছে। স্থাপত্য অধিদপ্তর ২নং ২০তলা ভবনের নকশা এলজিইডির নিকট হস্তান্তর করেছে। যানবাহন ও ঢাকায় লিয়াজোঁ অফিসের জন্য ফ্ল্যাট ক্রয়ের কাজ চলমান আছে।

পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

বর্তমান সরকারের সময়ে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও কার্যক্রম সম্পাদন করেছে যার বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক এগিয়ে চলার একযুগ' অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিডিবিএফ-এর এগিয়ে চলার একযুগ'পূর্তি অনুষ্ঠানমালা শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক সহযোগিতায় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সার্বিক সহযোগিতায় বিগত পাঁচ বছরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে পিডিবিএফ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিগত ৯ জুলাই, ২০১১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (বিআইসিসি) প্রধান অতিথি হিসেবে পিডিবিএফ এর 'এগিয়ে চলার একযুগ' উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন এবং পিডিবিএফ কার্যক্রমের সফলতায় ভূয়সী প্রশংসা করেন।

- **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক 'এগিয়ে চলার একযুগ' অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ সুফলভোগী সদস্য এবং তাদের মেধাবী সন্তানদের মেডেল ও পুরস্কার বিতরণ:**

  মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক পিডিবিএফ এর সমগ্র বাংলাদেশের সুফলভোগী সদস্যগণের মধ্য থেকে টোকেন হিসাবে ৬ জনকে ১টি করে মেডেল এবং নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। সুফলভোগী সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের ৬ জনকে ১টি করে মেডেল এবং নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পিডিবিএফ এর শ্রেষ্ঠ কর্মীদের মধ্য থেকে টোকেন হিসাবে ৬ জনকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে ১টি করে মেডেল, সার্টিফিকেট, এবং নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। মোট ৩০ জন শ্রেষ্ঠ সুফলভোগী, ৩০ জন শ্রেষ্ঠ কর্মচারী এবং ১৫০ জন মেধাবী সন্তানকে পুরস্কার প্রদান করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- **পিডিবিএফ-এর ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সেবা মাস উদযাপন :**

  পিডিবিএফ এর কার্যক্রমের ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী বিগত ০৯ জুলাই, ২০১২ তারিখে এলজিইডি অডিটরিয়ামে উদযাপন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পিকেএসএফ এর সভাপতি ড. কাজী খালীকুজ্জমান আহমদ, পিডিবিএফ প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের ৬৫০ জন কমকর্তা/কর্মচারী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর গুরত্বপূর্ণ বক্তব্য শেষে মাঠ পর্যায়ে বিতরণের লক্ষ্যে "স্বাস্থ্য সেবা উপকরণ" বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

- **সম্প্রসারণ কার্যক্রম :**

দেশের অধিকাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক খাতে উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের বিগত পাঁচ বছরে ২১০টি উপজেলায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সমপ্রসারণ করা হয়েছে। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামের হতদরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত সদস্য ও পরিবার পিডিবিএফ এর মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি/সঞ্চয় জমা ও ঋণ গ্রহণ করে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে বিনিয়োগ করে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিজেদের দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে ৩৪৯টি উপজেলার ৩৯০টি কার্যালয়ের মাধ্যমে পিডিবিএফ-এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

- পিডিবিএফ প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি নিজস্ব ও সরকারি অর্থায়নে নিম্নলিখিত বেশ কয়েকটি প্রকল্পও পরিচালনা করে আসছে:

প্রকল্প- ১ : পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্প : বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিশেষ করে গ্রামের অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া অতিদরিদ্র অধিকাংশ মানুষই প্রচলিত বিদ্যুৎ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তারই ফলশ্রুতিতে সৌর বিদ্যুৎ প্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা প্রদান করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত কল্পে পিডিবিএফ কর্ম-এলাকার মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় বর্তমান সরকারের ভিশন, ২০২১ অনুযায়ী "সকলের জন্য বিদ্যুৎ" এই শ্লোগান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে।

সাতক্ষীরা অঞ্চলের শ্যামনগর উপজেলার তাহমিনা বেগম সৌর বিদ্যুৎ এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন

বর্তমান সরকারের বিগত ৫ বছরে পিডিবিএফ ১৬টি জেলার ১১৩টি উপজেলার ২,১২০ টি গ্রামে ২২,১৩০টি সোলার হোম সিস্টেম (SHS) স্থাপনের মাধ্যমে দৈনিক গড়ে ৪,৫০০ Kw বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। পিডিবিএফ এ পর্যন্ত ৩০,৫০০টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করেছে এবং দৈনিক গড়ে ৭,২০০ Kw বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে।

প্রকল্প- ২: দারিদ্র্য দূরীকরণ ও আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প: ২৭১ কোটি টাকার এই প্রকল্পটি ০৫ জুন, ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পটি ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, বরগুনা, পটুয়াখালী, বি-বাড়িয়া, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, রংপুর, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর এই ২০টি জেলার ১০০টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পল্লীর অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর প্রায় ২.০৫ লক্ষ সুফলভোগীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং অর্থনৈতিক সমতা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাঁরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ গড়ায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। পিডিবিএফ সম্প্রসারণ প্রকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের (জিওবি) প্রায় ২০০.০০ কোটি টাকা এবং পিডিবিএফ এর নিজস্ব তহবিল থেকে

৭১.৫০ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে বর্তমান সরকারের মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, সচিব এবং প্রশাসনের প্রত্যেকের সহায়তায় মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পিডিবিএফ এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে পিডিবিএফ আর্থিকভাবে বর্তমানে ১১১% ভাগ স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে পেরেছে।

প্রকল্প- ৩ : বাংলাদেশের জলবায়ূ দুর্গত এলাকায় সৌরশক্তি উন্নয়ন প্রকল্প : বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জলবায়ূ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে "Solar Energy Development in the climate Vulnerable Areas of Bangladesh" শীর্ষক প্রায় ২০.০০ কোটি টাকার প্রকল্পটি অনুমোদন হয়েছে। প্রকল্পটি সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী ও ভোলাসহ মোট ০৮ জেলার ২০ উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকল্প- ৪ : ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে সোলার সিষ্টেম প্রতিস্থাপন প্রকল্প : ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে সোলার সিষ্টেম প্রতিস্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,২০৮টি ইউনিয়ন পরিষদে সোলার সিষ্টেম স্থাপনের জন্য ২৪.৯৫ কোটি টাকার প্রকল্প জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন পেয়েছে। এর ফলে প্রতিটি ইউনিয়নে কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্বের সাথে ইন্টারনেট যোগাযোগ স্থাপিত হবে। পাশাপাশি প্রত্যন্ত এলাকার জনগোষ্ঠী তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের সুযোগসহ অন্যান্য সুবিধা পাবে।

প্রকল্প- ৫: দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় সোলার এর মাধ্যমে বি-লবণীকরণ প্রকল্প : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সুপেয় পানির খুব অভাব বিধায় এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পিডিবিএফ বাংলাদেশ জলবায়ূ পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের সহায়তায় উপকূলীয় এলাকার ৬টি জেলার ১১টি উপজেলায় সোলার সিষ্টেমের মাধ্যমে লবণাক্ত পানিকে বি-লবণীকরণ/বিশুদ্ধকরণ করে সুপেয় পানিতে রূপান্তর করে পানীয় জলের অভাব হ্রাস করে জনদুর্ভোগ কমিয়ে আনায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্প- ৬ : সামাজিক অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় বিকল্প জীবিকায়ন এবং সুন্দরবন সংরক্ষেণে সহায়তা প্রদান প্রকল্প : প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের জাতীয় সম্পদ বিশ্বের অন্যতম ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন সংলগ্ন ৭২টি গ্রামের জনগোষ্ঠীকে পিডিবিএফ কর্তক সংগঠিত ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে এই জাতীয় সম্পদকে সুরক্ষা ও সংরক্ষেণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- **ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম:** ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পিডিবিএফ থেকে গ্রামীণ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর, উৎপাদনমূখী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৮টি প্রশাসনিক বিভাগের ৫০টি জেলার ৩৪৯ টি উপজেলায় পিডিবিএফ-এর ৩৯০টি কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রায় ৯ লক্ষাধিক সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর মাঝে বিগত ৫ বছরে ২,৫০১ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। বিতরণকৃত ঋণ থেকে ২,৩৯৪ কোটি টাকা আদায় সম্ভব হয়েছে। পিডিবিএফ শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ৫,২০২ কোটি টাকা ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত ঋণের আদায়ের হার ৯৯%।

- **ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রম (SELP):** দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তারা নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু বা ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় না। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসা শুরু করতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা পিডিবিএফ-এর ক্ষুদ্র ঋণের সিলিং এর অতিরিক্ত বা আওতার বাহিরে।

  এ সকল উদ্যোক্তার জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণ ঝামেলাপূর্ণ বিধায় তাঁরা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে আগ্রহী হন না। পিডিবিএফ বিগত ৫ বছরে ৭,২৫৯ জন উদ্যোক্তার মাঝে ৭৯৮.১৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে এবং বিতরণকৃত ঋণ থেকে ৭৯৮.৭৯ কোটি টাকা ঋণ আদায় করেছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ কার্যক্রমে (SELP) শুরু থেকে মোট ১,০৩১.৭২ কোটি (ক্রমপুঞ্জিত) টাকা ঋণ বিতরণ এবং বিতরণকৃত ঋণ থেকে ১,০০৫ কোটি টাকা আদায় করতে পেরেছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায় হার ৯৯%।

- **সঞ্চয় কার্যক্রম:** পিডিবিএফ-এর সুফলভোগীদের জন্য ঋণ কার্যক্রমের পাশাপাশি সঞ্চয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। কারণ এ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করা সম্ভব নয়। পিডিবিএফ-এর কর্মীগণ গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন করে সমিতির সাপ্তাহিক সভার মাধ্যমে সঞ্চয় আদায় করে পুঁজি গঠনে সহায়তা করে থাকে। এই সঞ্চয় থেকে শারীরিক অসুস্থতা, রোগব্যাধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ছেলে-মেয়ের পড়াশুনা এবং যে কোন আপদকালীন সময়

সুফলভোগী তাঁর জমাকৃত সঞ্চয়ের টাকা উত্তোলন করতে পারেনা। পিডিবিএফ এ সাধারণ সঞ্চয়, সোনালী সঞ্চয়, মেয়াদী সঞ্চয় নামে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন সঞ্চয় প্রকল্প আছে। বর্তমান সরকারের বিগত ৫ বছরে সুফলভোগীগণ প্রায় ১৪২ কোটি টাকা সঞ্চয় জমা করতে সক্ষম হয়েছে। পিডিবিএফ এ শুরু থেকে মোট ২৯৩ কোটি টাকা সুফলভোগীদের সঞ্চয় জমা আছে।

- **মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম:**

(১) **সদস্য প্রশিক্ষণ :** পিডিবিএফ-এর সদস্যগণ নেতৃত্ব বিকাশ, সামাজিক উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ঋণের টাকা সঠিক খাতে ব্যয় করতে সক্ষম হয়। বিগত ৫ বছরে পিডিবিএফ-এ নেতৃত্ব বিকাশ, সচেতনতা বৃদ্ধি, আয়বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর সুফলভোগীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া গো-খাদ্যের জন্য সাইলেজ প্রশিক্ষণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ ও কর্ম-পরিকল্পনা কর্মশালা, ওরিয়েন্টেশন, পর্যালোচনা সভা সহ বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। বিগত ৫ বছরে মোট ৪৫,৯৬৩ জন সুফলভোগীকে নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। শুরু থেকে মোট ২,৫০,০৩৩ জন সুফলভোগী সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে পিডিবিএফ সদস্যগণ সামাজিক ও পরিবারিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

(২) **সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম/উঠান বৈঠক :** বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ের উপরে উঠান বৈঠকে সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মধ্যে দিয়ে প্রায় সকল সদস্যকে স্বাস্থ্য, পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসা, স্যানিটেশন, নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন, আইনগত অধিকার, জেন্ডার, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম পরিচালনা করছেন পিডিবিএফ-এর কর্মী

আমাদের সদস্যদের মাঝে যে প্রকৃতই সামাজিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং তাদের মাঝে যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটেছে তার প্রমাণ মেলে বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ফলাফলে। পিডিবিএফ সুফলভোগীদের মধ্য থেকে শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত মোট ৮৪৫ জন সদস্য স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছে।

(৩) **কর্মী প্রশিক্ষণ :** পিডিবিএফ দক্ষ কর্মী বাহিনী সৃষ্টির জন্য বিগত ৫ বছরে মোট ১১,২৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পিডিবিএফ শুরু থেকে মোট ২৮,৫৩১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। পিডিবিএফ এর নিজস্ব ব্যবস্থাপনা এবং নিজস্ব প্রশিক্ষক দ্বারা এবং বাইরের বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় মানব সম্পদ উন্নয়নের এই মহান কাজটি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।

- **সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক কার্যক্রম:** পিডিবিএফ সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এর সদস্য ও কর্মীদের সন্তানদের জন্য বহুমূখী কল্যাণকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পিডিবিএফ এর মূল লক্ষ্য হলো-পল্লীর দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করা। পিডিবিএফ এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষকে মানব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বদা নিবেদিত। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে পিডিবিএফ নিম্নরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে—

(১) **শিক্ষা সহায়ক ভাতা** : পিডিবিএফ দরিদ্র ও অসুবিধাগ্রস্ত সদস্যের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। বর্তমান সরকারের বিগত ৫ বছরে সদস্যদের ১৫০ জন মেধাবী সন্তানকে উচ্চতর শিক্ষা জন্য শিক্ষা সহায়তা ভাতা প্রদান করার ব্যবস্থা করেছে। ফলে দরিদ্র সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের লেখাপড়া করার উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পিডিবিএফ সদস্যদের দরিদ্র মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা সহায়ক ভাতা প্রদান করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

(২) **সুফলভোগী ও প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ভাতা** : পিডিবিএফ এ সুবিধাভোগী সদস্যদের প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা ও মানষিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে ২৩০০ জনকে মনোনীত করে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে তাদের সামাজিকভাবে আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাঁরা অবহেলিত নয়, তাদের পাশে পিডিবিএফ তথা বর্তমান সরকার আছে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

(৩) **সুফলভোগী নবজাতক সন্তানদের সঞ্চয় স্কীম** : পিডিবিএফ সুবিধাভোগী দরিদ্র্য সদস্যদের নবজাত সন্তানদের জন্য একটি বিশেষ সঞ্চয় স্কীম চালু করেছে। এই স্কীমের আওতায় প্রতিটি নবজাতকের জন্য ৫০০/- টাকা অনুদান প্রদান করে পিডিবিএফ- এ একটি সঞ্চয়ী হিসাব খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ খাতে ১২.৫০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। এ স্কীম চালুর ফলে একদিকে যেমন সদস্যগণ আরো অধিক সঞ্চয় জমা করতে উৎসাহী হবেন, অন্যদিকে এ কার্যক্রমের ফলে নবজাত সন্তানদের সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে বেড়ে ওঠা সহ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে।

(৪) **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কল্যাণ তহবিল** : কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের শারীরিক অসুস্থতা, সাময়িক অক্ষমতা, দূর্ঘটনা ইত্যাদি কারণে চিকিৎসা সহায়তা এবং দরিদ্র কর্মচারীদের সন্তানদের বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে পিডিবিএফ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়মিত মাসিক অফেরতযোগ্য চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে গঠিত কল্যাণ তহবিল থেকে প্রয়োজন অনুসারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বিগত ৫ বছরে মোট ৪৬৫ জনকে ৯৭ লক্ষ টাকা কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। পিডিবিএফ শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ১,০০৭ জন সহকর্মীকে প্রায় ১.৪১ কোটি টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে।

(৫) **পিডিবিএফ এর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন** : পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ- সামাজিক উন্নয়ন এবং নারী পুরুষের সমতায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই, ২০১২ সালে পিডিবিএফ এর ১৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সেবা মাসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্থানীয় সরকার, পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি মহোদয় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য শেষে মাঠ পর্যায়ে সরবরাহের লক্ষ্যে "স্বাস্থ্য সেবা উপকরণ" বিতরণ করেন। এর ফলে পিডিবিএফ এর সদস্যগণ ন্যূনতম খরচে সমিতির সাপ্তাহিক সভার দিন তাদের স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারছেন।

- **সেবা মাস পালন** : পিডিবিএফ এর একযুগ সফলভাবে অতিবাহিত হওয়ায় এবং ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সার্বিক কার্যক্রমে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করায় বিগত ০৯/০৭/২০১২ হতে ০৮/০৮/২০১২ ইং তারিখ পর্যন্ত সেবা মাস পালন করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেবা মাসের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে ছিল সদস্যদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন, নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান, প্রশিক্ষণ ফোরাম বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশন, পুষ্টি ও পরিবেশ উন্নয়ন সম্পর্কে ধারণা প্রদান, বৃক্ষরোপণে উদ্বুদ্ধকরণ, টীকা প্রদান, জাতি গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা প্রাপ্তিতে লিংকেজ স্থাপন, নিজস্ব পুঁজি গঠনে/বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা, ঋণপ্রদান ও খেলাপী ঋণ আদায় এবং "একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প" বাস্তবায়নে সহায়তা করা। চলতি বছর গত ০১-১১-২০১৩ থেকে ৩১-১২-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত ০২ মাসব্যাপী সেবা মাস উদযাপন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

- **আইসিটি (ICT) কার্যক্রম এবং ডিজিটালাইজড পিডিবিএফ** : সরকার ঘোষিত ভিশন, ২০২০-২০২১ এর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ব্যাপারে পিডিবিএফ কাজ করে যাচ্ছে এবং বিগত ৫ বছরে পিডিবিএফ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করেছে : পিডিবিএফ এর প্রধান কার্যলয়ের ৬৫টি কম্পিউটারকে Local Area Network (LAN) ও দ্রুত গতির Broad Band Internet এর আওতায় আনা হয়েছে। এ ছাড়া ২৪টি আঞ্চলিক কার্যলয়ের ৭৫টি কম্পিউটারকে LAN ও Internet সংযোগের আওতায় আনা হয়েছে। পিডিবিএফ-এ একটি দক্ষ ও সুশিক্ষিত কর্মী বাহিনী রয়েছে। Human Resource Information System (HIRS)- এর মাধ্যমে কম্পিউটারে সকল কর্মীর ছবিসহ তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

- **পল্লী রঙ:** সদস্যদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করণের লক্ষ্যে পিডিবিএফ নিজ উদ্যোগে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন প্রদর্শনীর আয়োজন করে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে পিডিবিএফ 'পল্লী রঙ' নামে আঞ্চলিক পর্যায়ে ও ঢাকায় প্রদর্শন ও বিপণন কেন্দ্র স্থাপন করার কার্যক্রম শুরু করেছে। ইতোমধ্যে জামালপুর এবং সমবায় অধিদপ্তরের ডিসপ্লে সেন্টারে প্রধান কার্যালয়ের 'পল্লী রঙ'-এর জন্য স্থান বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে এবং কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

- **সাইলেজ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গো-খাদ্য তৈরী:** দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বছরের প্রায় ৬ মাসেরও অধিক সময় গো-খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা যায়। গো-খাদ্যের অভাবে বিশেষ করে দুগ্ধবতী গাভী নিয়ে কৃষকগণ সংকটে পড়েন। দেশের দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি ও গো-খাদ্যের সংকট মোকাবেলার জন্য পিডিবিএফ-এর কর্মএলাকার বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি উপজেলায় ভূট্টা গাছ থেকে সাইলেজ তৈরীর মাধ্যমে পুষ্টিকর গো-খাদ্য তৈরীর জন্য একটি পাইলট কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে পিডিবিএফ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ সহ ৩৪ জন কর্মীকে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায়, আগামীতে এ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের আমলে পিডিবিএফ ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। সরকার এবং মন্ত্রণালয়ের কার্যকর ও সময়োচিত বাস্তবমূখী পদক্ষেপের কারণে পিডিবিএফ কর্তক গৃহিত সকল কার্যক্রম অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের সাফল্য এবং পিডিবিএফ এর সাফল্য একই সূত্রে গাঁথা। পিডিবিএফ অন্য কোন দাতা সংস্থার সহযোগিতা ছাড়াই প্রায় ৪০০০ কর্মীর কর্মসংস্থানসহ প্রাতিষ্ঠানিক যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করে আর্থিকভাবে শতভাগ স্বয়ম্ভর হয়েছে। আশা করা যায় আগামী বছরে পিডিবিএফ বাংলাদেশের সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

পিডিবিএফকে একটি অনন্য ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তুলতে এবং সরকার ঘোষিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে পিডিবিএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আগামী স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে সরকারের ভিশন, ২০২১ এর সার্বিক বাস্তবায়নে পিডিবিএফ অনন্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

এক নজরে পিডিবিএফ-এর বিগত ৫ বছরের (জানুয়ারি, ২০০৯ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত) অগ্রগতি

ক্র:নং	কর্মকান্ডের বিষয়	পিডিবিএফ-এর বিগত ৫ বছরের অর্জন	সাফল্যের হার	শুরু থেকে ডিসেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি
১	সম্প্রসারিত প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা	০৫টি	১০০%	০৮টি
২	সম্প্রসারিত প্রশাসনিক জেলার সংখ্যা	৩৭টি	১০০%	৫০wU
৩	সম্প্রসারিত উপজেলার সংখ্যা	২১০টি	১০০%	৩৪৯টি
৪	উপ-পরিচালকের কার্যালয়ের সংখ্যা	১৪টি	১০০%	২৪টি
৫	উপজেলা দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সংখ্যা	২৪৩টি	১০০%	৩৯০টি
৬	কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা	১৭৭৮ জন	১০০%	৩,৮৭১ জন
৭	সদস্য সংখ্যা	৪ লক্ষ ৬৫ হাজার	১০০%	৮ লক্ষ ৭৯ হাজার
৮	সঞ্চয় স্থিতি: সাধারণ, সোনালী ও মেয়াদী (কোটি টাকায়)	১৪২ কোটি	১০০%	২৯৩ কোটি
৯	ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	২,৫০১ কোটি	১০০%	৫,২০২ কোটি
১০	ক্ষুদ্র ঋণ আদায়	২৩৯৪.২৪ কোটি	৯৮%	৪,৯০২ কোটি
১১	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সংখ্যা	৭,২৫৯ জন	১০০%	১৮,২২৫ জন
১২	ক্রমপুঞ্জিত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ (কোটি টাকায়)	৭৯৮.১৪ কোটি	১০০%	১,০৩২ কোটি
১৩	ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ আদায়	৭৯৮.৭৯ কোটি	৯৯%	১,০০৫ কোটি
১৪	স্বয়ম্ভরতার হার	১০০%	১১১%	১১১%
১৫	সদস্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৪৫,৯৬৩ জন	১০০%	২,৫০,০৩৩ জন
১৬	কর্মীর প্রশিক্ষণ (একই সহকর্মী একাধিকবার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন)	১১,২৮০ জন	১০০%	২৮,৫৩১ জন
১৭	সামাজিক দায়বদ্ধতা বিষয়ক কার্যক্রম:	১৫০ জন		১৫০ জন
	ক) সদস্যদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা সহায়ক ভাতা	১৫০ জন	-	১৫০ জন
	খ) সদস্যদের প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা সহায়তা ভাতা	২,৩০০ জন	-	২,৩০০ জন
	গ) সদস্যদের নবজাতক সন্তানদের সঞ্চয় স্কীম	১২.৫০ ল	-	১২.৫০ ল V
১৮	কল্যাণ তহবিল থেকে সহকর্মীদের চিকিৎসার জন্য অনুদান প্রদান	৪৬৫ জন, ৯৭ ল ৩১ হাজার	১০০%	১০০৭ জন, ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা
১৯	"পল্লী রঙ" বিপণন কেন্দ্র স্থাপন	০২টি	১০০%	০২টি
২০	সোলারভূক্ত জেলার সংখ্যা	১৬টি	১০০%	২১টি
২১	সৌরশক্তি প্রকল্পভূক্ত উপজেলার সংখ্যা	১১৩টি	১০০%	১২৫টি
২২	সোলার হোম সিষ্টেম স্থাপন সংখ্যা	২২,১৩০টি	১০০%	৩০,৫০০টি
২৩	দৈনিক গড়ে মোট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন	৪,৫০০ kw	১০০%	৭,২০০ kw
২৪	ইউপি নির্বাচনে নির্বাচিত সুফলভোগীর সংখ্যা	৪৭৯ জন	-	৮৪৫ জন
২৫	সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ফোরাম : সদস্যদেরকে বছরের ৫২ সপ্তাহে ৫২টি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।			

পিডিবিএফ এ্যালবাম থেকে

পিডিবিএফ এর "এগিয়ে চলার এক যুগ" পূর্তি অনুষ্ঠানে পিডিবিএফ সদস্যদের দরিদ্র মেধাবী সন্তানদের মধ্যে মেডেল, সার্টিফিকেট এবং নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পিডিবিএফ এর "এগিয়ে চলার এক যুগ" পূর্তি অনুষ্ঠানে সুফলভোগীদের প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রীর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পিডিবিএফ এর "এগিয়ে চলার এক যুগ" পূর্তি অনুষ্ঠানে পিডিবিএফ সৌরশক্তি প্রকল্পের স্টল পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সাবেক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি পিডিবিএফ এর "এগিয়ে চলার এক যুগ পূর্তি" অনুষ্ঠানে সুফলভোগীদের প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রীর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করছেন

মাননীয় সাবেক প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপিকে পিডিবিএফ-এর ১৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন ও সেবামাস উদ্বোধন উপলক্ষে ক্রেস্ট প্রদান করছেন জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান, ব্যবস্থপনা পরিচালক, পিডিবিএফ

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করছেন পিডিবিএফ এর সাবেক চেয়ারপার্সন ডঃ মিহির কান্তি মজুমদার, সাবেক সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের "বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং যোগাযোগ কর্মশালায়" প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত পিডিবিএফ-এর সাবেক চেয়ারপার্সন ডঃ মিহির কান্তি মজুমদার, সাবেক সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

পিডিবিএফ এর ৬৩তম বোর্ড অব গভর্নর্স সভায় উপস্থিত পিডিবিএফ এর চেয়ারপার্সন জনাব এম এ কাদের সরকার, সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০০৯-২০১৪ মেয়াদে মোট ২৪.৪৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ সম্বলিত 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সহায়তা প্রকল্প' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বর্তমানে কুমিল্লা, চাঁদপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ৬০টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ফাউন্ডেশনের আওতায় জানুয়ারি, ২০০৯ হতে মার্চ, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে গ্রাম পর্যায়ে ২,২৮৬টি কেন্দ্র গঠনের মাধ্যমে ৫৫,৯৯৬ জন পুরুষ/মহিলাকে সদস্যভুক্ত করা হয়। এ সকল সদস্য/সদস্যাকে তাঁদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে মোট ২০০২২.৩৬ লক্ষ টাকা জামানত বিহীন ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। একই সময়ে সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে মোট ১৮১৭২.৪৫ লক্ষ টাকা ঋণ আদায় করা হয় । আদায়যোগ্য ঋণ আদায়ের হার শতকরা ৯৩ ভাগ। সদস্য/সদস্যাগণ ঋণ বিনিয়োগের আয় থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার মাধ্যমে মোট ১৫০১.৩৬ লক্ষ টাকা 'নিজস্ব পুঁজি' গঠন করেছেন। দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৮৭ জন কর্মকর্তা এবং ২,৯৫০ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের শতকরা ৯৫ ভাগই মহিলা। ফলে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে তাঁদের অবস্থান ও মর্যাদা সুদৃঢ় হয়েছে ।

ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বর্তমান সরকার কর্তৃক আরো ১৮টি জেলার ৫৪টি উপজেলায় সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০১৩—২০১৬ মেয়াদে ৫৪.০০ (চুয়ান্ন) কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'দারিদ্র্য বিমোচনে এসএফডিএফ কার্যক্রম সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্প প্রস্তাব গত ৪ জুন, ২০১৩ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্য ইতোমধ্যে প্রাসঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়েছে।

তাছাড়া ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে মোট ১১০৬৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নৃ-তাত্ত্বিক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়ন প্রকল্প, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি ও ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের সুফলভোগীদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা কর্মসূচি নামে ০৩ (তিন)টি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব সরকারের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করা হয়।

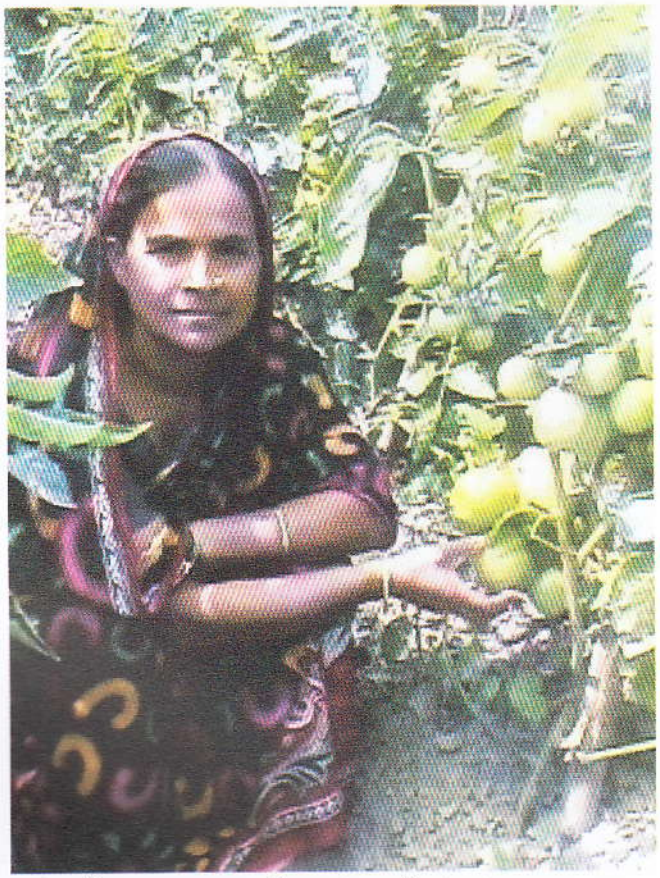

এসএফডিএফ-এর সুফলভোগী সদস্যার সবজি চাষ প্রকল্প

এসএফডিএফ-এর সুফলভোগী সদস্যার ঋণের টাকায় ক্রয়কৃত গাভী পালন প্রকল্প

এসএফডিএফ-এর সুফলভোগী সদস্যের মাছ বিক্রি প্রকল্প

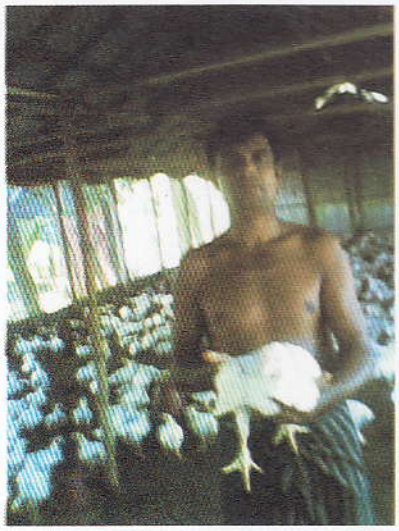

এসএফডিএফ-এর সুফলভোগী সদস্যের
মুরগীর খামার প্রকল্প

বাঃসঃমুঃ-২০১৪/১৫-২৯৫৪কম/এ—৫০০ বই, ২০১৫।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার